MONTHLY VANGUARD

ভ্যানগার্ড

www.spb.org.bd

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র

রেজি. নং ডিএ ১৩২৬ : ২২তম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা

এপ্রিল ২০২৫

দাম : দশ টাকা

◆ নারী-শিশুধর্ষণ, নির্যাতন, চুরি-ডাকাতি, মব সন্ত্রাস বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিন : পৃষ্ঠা ১১

◆ জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাথে মতবিনিময় সভায় বাসদের বক্তব্য : পৃষ্ঠা ১৬

◆ শ্রম শোষণ, মজুরি বৈষম্য, শ্রমিক নিপীড়ন রুখে দাঁড়াও : পৃষ্ঠা ১৪

◆ কাজ দিতে না পারলে জীবিকা কেড়ে নেবেন কেন? : পৃষ্ঠা ১৬

পূর্বের অতিনিয়ন্ত্রিত স্বৈরাচার থেকে বর্তমানে চলছে অনিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাচার

অন্তর্বর্তী সরকারের সাত মাস

অন্তর্বর্তী সরকার ৭ মাস পার করেছে। সময়ের বিবেচনায় এটা একেবারে কম নয়, যে কোন কাজ শুরু করার জন্য এটা যথেষ্ট সময়। নানা রাজনৈতিক জটিলতা মোকাবিলা করে সরকারকে চলতে হচ্ছে এবং এই সরকার অভ্যুত্থানের পর দায়িত্ব নিয়েছে বলে এখনও তেমন সমালোচনা রাজনৈতিক দলগুলো করছে না। কিন্তু ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের কথা ভাবলে সরকারের সাফল্যগুলো কী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা অর্জিত হয়েছে এটা বিশ্লেষণ করার সময় এখন এসেছে। খুঁটিনাটি বিশ্লেষণে মোটা দাগে যা দৃশ্যমান হয়েছে তাতে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, দিনে দিনে প্রত্যাশা পূরণের গণ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নগুলি মার খেয়ে পিছু হটছে আর কখন কার কী সর্বনাশ ঘটে যাবে সেই অজানা আতঙ্ক চারিদিক থেকে যেন ঘিরে আসছে। আগের অতিনিয়ন্ত্রিত স্বৈরাচারের জায়গা যেন অনিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাচার দখলে নিচ্ছে। আগে এক ব্যক্তি ও একটা গোষ্ঠীর অঙ্গুলি হেলনে মানুষের জীবন, দেশের সম্পদ, সভ্যতার অর্জন তছনছ হতো; এখন নানা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর প্ররোচনায় সৃষ্ট গণ-উন্মাদনায় সাধারণ মানুষের জীবন-সম্পদ, ইজ্জত-নিরাপত্তা ভূলুণ্ঠিত। নারী ও শিশুরা লাঞ্ছনা ও জীবনহানিকর আক্রমণের শিকার হচ্ছে প্রতিদিন ঘরে-বাইরে, পথে-ঘাটে, কর্মস্থলে সর্বত্র। ব্যক্তিগত শত্রুতা, স্বার্থ উদ্ধার, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল ও দমনের অবারিত সুযোগ যেন উন্মোচিত। দেশের মানুষ মনে করে এবং মেনেও নিয়েছে যে, ফ্যাসিবাদী দুর্বৃত্ত সরকার গণরোষের মুখে দেশের যে পরিস্থিতি রেখে বিদায় হয়েছিল তা এক-দুই মাসে স্বাভাবিকতায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়; বিশেষ করে একটা গণ অভ্যুত্থান পরবর্তী পরিস্থিতিতে। অভ্যুত্থানে উচ্চারিত দাবি পূরণ করা সহজ নয় কিন্তু গণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণে নিজ কাজ ও দায়িত্বের দায় এড়িয়ে সর্বদা অতীত সৃষ্ট অবস্থাকে নিজের দায়মুক্তির কাজে ব্যবহার করার চেষ্টা করলে, একটার পর একটা অজুহাতের ফিরিস্তি তৈরি করলে আর অসততা গোপনের নানা ছল আবিষ্কার করলে সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা কমতে থাকবে। অন্যের ব্যর্থতা দেখিয়ে যেমন নিজের সফলতার নিদর্শন হয় না, তেমনি অন্যের ক্ষুদ্রতা নিজের বিশালত্ব-মহত্বকে প্রকাশ করে না। সব ক্ষেত্রেই নিজস্ব নিয়মবিধি ও কার্যকারণ সম্পর্ক ক্রিয়াশীল থাকে যা অস্বীকার বা উপেক্ষা করলে ভুল এবং ব্যর্থতার মাত্রা বাড়তে থাকে।

গত ৫৪ বছর শাসনকার্য পরিচালনায় যা চলেছে, যেভাবে চলেছে, পুলিশ-প্রশাসন, আইন-বিচার, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, অর্থনীতি-সংস্কৃতি ইত্যাদি যেভাবে চালানো হয়েছে, তার পরিবর্তন দরকার। তা নাহলে গণ অভ্যুত্থানের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত হবে না। তার জন্য পরিবর্তন দরকার, সংস্কার প্রয়োজন। কিন্তু কী ধরনের সংস্কার হবে, তা কি বৈষম্যের পুঁজিবাদকে সহনীয় করার, না তা উচ্ছেদের লক্ষ্যে হবে? অর্থাৎ সংস্কারের লক্ষ্য এবং পথ যেন জনগণের স্বার্থ এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর গণতান্ত্রিক চরিত্র নির্মাণে সহায়ক হয় সেটাই হলো মূল চাওয়া। কিন্তু যে ধরনের আমূল বৈপ্লবিক সংস্কার করা প্রয়োজন তা শাসন ক্ষমতায় যারা আছে তাদের শ্রেণি চরিত্রের কারণে কী সম্ভব হবে? এই প্রশ্ন যেমন আছে তেমনি অভ্যুত্থানের পর জনগণের সেরকম সতর্ক প্রহরাও দরকার হয়। শ্রেণিগত কারণেই যারা অভ্যুত্থানের পর ক্ষমতায় আছে, তারা এ ধরনের গণপ্রস্তুতি তৈরি করবে না। এটা জানা সত্ত্বেও যথোপযোগী সংস্কারের দাবি করতেই হবে। কিন্তু সেটা আগের সরকার কিংবা বর্তমানের ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতার স্বার্থ বুদ্ধির বিবেচনায় না হয়ে জনগণের বৈষম্যবিরোধী আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সেজন্য ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের মূল আকাঙ্ক্ষা কী ছিল তার সঙ্গে সঙ্গতি-অসঙ্গতি কোথায় কোথায় তা চিহ্নিত করা, দুর্বলতা দূর করা দরকার। আগের সরকার মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দাবি করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাণিজ্য করেছে, সংবিধানকে সাইনবোর্ড হিসাবে ব্যবহার করে তাকে এড়িয়ে কিংবা বিপরীত মুখে হেটে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সাংবিধানিক অঙ্গীকারের অবমাননা করেছে এখন মুক্তির জনযুদ্ধকে আওয়ামী যুদ্ধ বানিয়ে এবং তাদের উপর দোষ চাপিয়ে ভিন্ন কৌশলে মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা ও গণআকাঙ্ক্ষাকে বিভ্রান্ত করে একই মুক্তবাজারি পুঁজিবাদের পথ ধরেছে। সংবিধান উপড়ে ফেলার হুংকার যারা দিচ্ছেন তারা যে স্বাধীনতার পর রচিত সংবিধানের চাইতে আরও গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে তা করছেন না, ইতিমধ্যে কিছু কর্মকাণ্ডে তা স্পষ্ট হয়ে পড়েছে। উদ্দেশ্য গোপন রেখে কোন প্রকারের নকশাই পথ নির্দেশক হতে পারে না।

গণতন্ত্রের দাবিতে এই লড়াইয়ের পর ছাত্রদের দিয়ে যে নতুন দল গড়া হলো এটা যে প্রধান উপদেষ্টার আশীর্বাদপুষ্ট বা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় গড়া দল সে কথা কি গোপন থাকছে? এদের সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রাথমিকভাবে হলেও যতটুকু সময় প্রয়োজন তার সাথে সংস্কার বাস্তবায়ন ও নির্বাচনের সময়কে যে যুক্ত করার ইচ্ছা তাদের নেই বা সরকার তার দ্বারা প্রভাবিত নয় তা বলার সুযোগ কি থাকছে? জাতীয় নাগরিক পার্টির প্রধান

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

বৈষম্যহীন সমাজ নির্মাণে সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম গড়ে তুলুন

ছাত্র রাজনীতির আদর্শবাদী ও বিপ্লবী ধারাকে শক্তিশালী করুন

সংগ্রামের চার দশক উপলক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সমাবেশ

বৈষম্যহীন সমাজের স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন পূরণের শপথ নিয়ে আর সংগ্রামের পথে অবিচল থেকে চার দশক অতিক্রম করলো সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট। শিক্ষা-সংস্কৃতি ও মনুষ্যত্বের সংগ্রাম এগিয়ে নিতে আর সর্বজনীন বিজ্ঞানভিত্তিক সেক্যুলার বৈষম্যহীন, একইপদ্ধতির গণতান্ত্রিক শিক্ষানীতির দাবি নিয়ে ছাত্র সমাজের অগ্রবর্তী চিন্তার পথিকৃৎ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট। সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অগ্নিগর্ভ সময়ে স্বাধীনতার অপূর্ণ স্বপ্নের বাস্তবায়নের দায় কাঁধে নিয়ে ছাত্র ফ্রন্ট দাবি করেছিল শিক্ষার আর্থিক দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই নিতে হবে। ব্রিটিশ, পাকিস্তান আর বাংলাদেশ আমলে সকল শাসকগোষ্ঠীর প্রণীত শিক্ষানীতির মূল কথা যে শিক্ষার অধিকার সংকোচন করা, জীবন ও জগতের নিয়ম জানার বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের পরিবর্তে শিক্ষাকে কুসংস্কার ও কূপমণ্ডূক ধ্যানধারণায় সাম্প্রদায়িকিকরণ করা, শিক্ষার ব্যয়ভার রাষ্ট্র না নিয়ে শিক্ষার্থীর উপর চাপানো, শিক্ষাকে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করা তা উন্মোচন করে শিক্ষা আন্দোলনে নতুন ধারা তৈরির সংগ্রাম করেছে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট। সেই পথে চলতে সামরিক স্বৈরাচার, নির্বাচিত-অনির্বাচিত স্বেচ্ছাচারী সরকার আর ফ্যাসিবাদী সরকার কর্তৃক শিক্ষার উপর আক্রমণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দখলদারি মোকাবিলা করতে হয়েছে। শিক্ষার আন্দোলন আর সমাজবদলের আন্দোলনকে এক সূত্রে গেথে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট শিক্ষাঙ্গন থেকে রাজপথ সবখানেই লড়াই অব্যাহত রেখেছে। লড়াই সংগ্রামের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় ভাস্বর সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের প্রতিষ্ঠার চার দশক উপলক্ষে ১৩ ফেব্রুয়ারি '২৫ সকাল ১১টায় সন্ত্রাস বিরোধী রাজু ভাস্কর্য পাদদেশে চার সহস্রাধিক প্রাক্তন ও বর্তমান নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে উৎসবমুখর এক

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

ছাত্র রাজনীতির আদর্শবাদী ও বিপ্লবী ধারাকে শক্তিশালী করুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এক পরিবেশে ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংগ্রামের চার দশক উদ্‌যাপন কমিটির আহ্বায়ক ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নিখিল দাসের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও ডাকসুর সাবেক সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক জোবাইদা নাসরিন, বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সাবেক সহসভাপতি কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, ছাত্র ফ্রন্টের সহসভাপতি সুস্মিতা মরিয়ম, সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক সুহাইল আহমেদ শুভ। সভা সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সভাপতি ও চার দশক উদ্‌যাপন কমিটির সদস্যসচিব মুক্তা বাড়ৈ।

কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ছাত্র সমাজের অগ্রবর্তী চিন্তার পথিকৃৎ সংগঠন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের চার দশক পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত ছাত্র সমাবেশে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ, অতিথিবৃন্দ, ছাত্র ফ্রন্টের প্রাক্তন ও বর্তমান নেতৃবৃন্দকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, ছয় মাস আগে এই রাজু ভাস্কর্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ, সারা বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং রাজপথ ছাত্র-শ্রমিক, জনতার সংগ্রাম মুখর পদভারে উত্তাল ছিল। জুলাই-আগস্ট '২৪-এ বাংলাদেশ এক অভূতপূর্ব ইতিহাস রচিত হয়েছিল। দেড় সহস্রাধিক মানুষের শহিদি আত্মদান এবং প্রায় ২৫ হাজার মানুষ আহত ও পঙ্গুত্ব বরণ করার বিনিময়ে বাংলাদেশের ছাত্র-শ্রমিক, জনতা দীর্ঘ এক ফ্যাসিস্ট যুগের অবসান ঘটিয়েছিল। সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন শুরু হলেও এক পর্যায়ে তা সরকার পতনের এক দফা আন্দোলনে রূপ নেয়। নির্বিচারে ছাত্র-শ্রমিক-জনতার উপর গুলি চালিয়েও আন্দোলনকে দমাতে পারেনি স্বৈরাচারী সরকার। মানুষ মুক্তি চেয়েছে সকল প্রকার বৈষম্য থেকে। কোটা সংস্কার আন্দোলন রূপ নেয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্ল্যাটফরমে। সমাজের সকল অংশের মানুষ তাতে শামিল হয়ে কর্তৃত্ববাদী সরকারকে উৎখাত করেছে। ছাত্র-শ্রমিক-জনতার রক্তস্নাত অভ্যুত্থানের পর দায়িত্ব নিয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।

শ্রমিক ন্যায্য মজুরির জন্য রাজপথে নেমেছে, কৃষক নেমেছে ফসলের ন্যায্য মূল্যের জন্য; নারীরা নেমেছে নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে, সাংস্কৃতিক কর্মীরাও শামিল হয়েছিল গণ অভ্যুত্থানে। গণ অভ্যুত্থান পরবর্তী প্রত্যাশা হলো—অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে তাদের কর্মপরিকল্পনা করবেন। কিন্তু ৬ মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও বাংলাদেশের মানুষের জীবনে শান্তি এবং স্বস্তি ফিরেনি। দ্রব্যমূল্য লাগামহীন, বাজার সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য এখনও বহাল আছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। বিগত সরকারের শাসনামলে মানুষ গুম-খুন, বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার হয়েছিল। এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলেও ১৪ জন মানুষ বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার হয়েছে। আগস্ট-সেপ্টেম্বর দুই মাসে ৪৯ জনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। পুলিশ ও যৌথবাহিনীর হাতেও মানুষ খুন হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজিত সমস্যা-সংকট নিরসনের দাবিতে-সর্বজনীন, বিজ্ঞানভিত্তিক-সেক্যুলার, বৈষম্যহীন, একই পদ্ধতির গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিয়ে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ১৯৮৪ সালের ২১ জানুয়ারি যাত্রা শুরু করেছিল। ৪০ বছর ধরে সেই সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযোগী বয়সের সমস্ত শিশুরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আঙিনায় পা রাখতে পারে না। শিক্ষায় বিরাজিত বৈষম্য নিরসনে বিগত সরকারগুলোর মতোই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারও কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে ৫৫টি সেখানে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ১০৭টির উপরে। অধিকাংশ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা দেওয়া নয় সার্টিফিকেট বিক্রির প্রতিষ্ঠান। এই পরিস্থিতিতে যারা শিক্ষা জীবন শেষ করেছে তারাও কোনো স্বপ্ন দেখছে না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা ৬৬ শতাংশ শিক্ষার্থীই এখন বেকার।

ছাত্র ফ্রন্ট স্লোগান দিয়েছিল—টাকা যার শিক্ষা তার এই নীতি মানি না, শিক্ষার আর্থিক দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে, সমস্ত নাগরিকের শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রকে বহন করতে হবে। স্বাধীন বাংলাদেশে এই দাবি এখন পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয় নাই। রংপুরে এক দিনমজুর মা সন্তানের ৫০০ টাকা বেতন ফি-এর ৪২০ টাকা জোগাড় করতে পারলেও বাকি ৮০ টাকা জোগাড় করতে না পারায় অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন, সেখানে মুষ্টিমেয় মানুষ ভালুকায় হেইলিবেরি নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাসে চার লক্ষ টাকা বেতন দিয়ে সন্তানকে পড়ান। এই বাংলাদেশের জন্যই কি মুক্তিযুদ্ধে মানুষ শহিদ হয়েছিল; ১৯৯০ এবং '২৪ এর গণ অভ্যুত্থানে জীবন দিয়েছে? এ প্রশ্নের জবাব শাসকগোষ্ঠীকে দিতে হবে। এর জবাব আদায়ের জন্য ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে। ছাত্র ফ্রন্ট সেই লড়াইয়ে ছাত্র সমাজকে আহ্বান জানাচ্ছে।

তিনি বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশে ছাত্র সমাজের আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক কোন শিক্ষানীতি প্রবর্তন হয় নাই। ১৯৭৪ সালে ড. কুদরাত-ই খুদার নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে ১৯৭৫-২০০৯ সাল পর্যন্ত ৮টি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে। সর্বশেষ ২০১০ সালে অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট বলেছিল–'৭৪ সালের খুদা কমিশনের রিপোর্ট আর '৬২ সালের শরীফ কমিশনের রিপোর্ট হলো কার্বন কপি। উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষা সংকুচিত করার নীল নকশা প্রণয়ন করা হয়েছিল, শিক্ষাকে ব্যয়বহুল করার প্রস্তাব করা হয়েছিল, শিক্ষাকে মানুষের নাগালের বাইরে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল। সমস্ত শিক্ষানীতিগুলোর তুলনামূলক চিত্র সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের পক্ষ থেকে তুলে ধরে দেখানো হয়েছিল যে, শরীফ কমিশন, খুদা কমিশন ও এরশাদের সামরিক শাসনামলের মজিদ খান শিক্ষা কমিশনের শিক্ষানীতিতে একই ধরনের সুপারিশ করা হয়েছে। এটাই হলো স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের শাসকদের শিক্ষা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি। শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা ও সর্বোচ্চ বেতন কাঠামোর দাবিও ছাত্র ফ্রন্টের পক্ষ থেকে করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল–রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতির পরেই শিক্ষকদের মর্যাদা বেতন কাঠামো হতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধের পর রচিত '৭২ এর সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছিল যে একটা নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত আইনের দ্বারা সারা দেশের নাগরিকদের জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা চালু করা হবে। সে আইন, নীতিমালা আজও প্রণয়ন করা হয় নাই। একটা নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালু করা হয় নাই। একই পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থার জায়গায় বহুধাবিভক্ত শিক্ষাব্যবস্থা চলছে। একদিকে মাদ্রাসা শিক্ষা, একদিকে ইংলিশ মিডিয়াম এবং ইংলিশ ভার্সন, অন্যদিকে সাধারণ শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষায় ১১ ধারা বহাল আছে। এটা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা না।

তিনি বলেন, সারাদেশে বর্তমানে এক ভীতির পরিবেশ বিরাজ করছে। এই অবস্থার মধ্যেও যেসকল ছাত্র বন্ধুরা এই সমাবেশে এসেছেন তারাই বাংলাদেশের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ। শিক্ষা আন্দোলনের দায়িত্ব আপনাদেরকেই নিতে হবে। যুগে যুগে কালে কালে এদেশের ছাত্রসমাজ, যুবক-তরুণরা সকল প্রকার অন্যায়, নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। '২৪ এর অভ্যুত্থানেও ছাত্র সমাজ শির উন্নত করে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে, ছাত্র সমাজ দাবি করেছে বৈষম্যহীন সমাজের। শুধুমাত্র কোটা বৈষম্য নয়, সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বৈষম্য, নারী-পুরুষের বৈষম্য, বাঙালি-আদিবাসী বৈষম্য, শোষণমূলক বৈষম্যের সেই ব্যবস্থা পাল্টানোর জন্য জীবন দিয়েছে, এক ফ্যাসিবাদের পরিবর্তে আরেক ফ্যাসিবাদ যেন ক্ষমতায় না আসে, সেজন্য ছাত্র সমাজকে অতন্দ্র প্রহরীর মতো পাহারা দিতে হবে।

তিনি আরও বলেন, সমাজে বৈষম্য আসে শোষণ থেকে। শোষণের কারণ হলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। এখানে উৎপাদন করে সবাই মিলে কিন্তু মালিকানা মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে। এই উৎপাদন ও বিলিবন্টন নীতি বদলাতে হবে তা না হলে বৈষম্য দূর করা যাবে না। সমতার সমাজ, সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে এই পুঁজিবাদ বিরোধী সংগ্রামকে বেগবান করতে হবে। ছাত্র সমাজকে সেজন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। ফ্যাসিবাদ শুধু কোন ব্যক্তি হতে পারে না; ফ্যাসিবাদ মানে শুধু শেখ হাসিনা নয়। একটি আর্থসামাজিক ব্যবস্থা ফ্যাসিবাদের জন্ম দেয়। কাজেই ফ্যাসিবাদকে উচ্ছেদ করতে হলে, তার পুনরুত্থান রুখে দিতে হলে এই আর্থসামাজিক ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করতে হবে। তাই এই ব্যবস্থা বদলানোর সংগ্রাম আমাদের গড়ে তুলতে হবে।

অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা ছিল মত প্রকাশের স্বাধীনতা কিন্তু ছয় মাস না পেরুতেই এই অধিকার হরণ করার চেষ্টা করতে একদল মানুষকে তৎপর হতে দেখা যাচ্ছে। লালনের আখড়া, মাইজভান্ডারি, পিরের দরগায় আক্রমণ চলছে। বহুত্ববাদের কথা বলা হলেও তাকে ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে। সারা দেশে সাম্প্রদায়িক হামলা হচ্ছে। বাংলা একাডেমিতে বই মেলার একটি স্টলে হামলা করে বন্ধ করে দেওয়া হলো, প্রকাশককে গ্রেপ্তার করা হলো। এই বই মেলায় ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের ওপর হামলা করে হত্যা করেছে। লেখক অভিজিৎ রায়, প্রকাশক দীপনকে হত্যা করা হয়েছে এই বাংলা একাডেমির বই মেলায়। এই ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী মুক্তমনা লেখক-প্রকাশক, শিল্পী-সাহিত্যিক, কবিদের উপর একের পর এক হামলা পরিচালনা করেছে। অতীতের ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু বিচার না হওয়ার কারণেই নৃশংস ঘটনাগুলো ঘটছে। অতীত ও বর্তমান সরকারগুলোর আশকারায় ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠী বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। ফ্যাসিবাদী শাসকের নির্যাতন-নিপীড়নের কারণে জনমনে, ছাত্রদের মনে বিক্ষোভ থাকতে পারে। সেই বিক্ষোভের প্রকাশ আমরা দেখেছি অভ্যুত্থানের পরে গণভবনে, সংসদ ভবন, প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়সহ বিভিন্ন স্থাপনায় হামলার ঘটনায়। সেটা স্বাভাবিক ছিল এবং দেশের মানুষ স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছে। কিন্তু ৬ মাস পরেও পরাজিতদের বিভিন্ন ভবনে, বাড়িতে আক্রমন-হামলা, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সমবেত হয়ে স্কুলের শিক্ষক, আদালতে হামলা এবং বিচারপতিকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে। পরীক্ষা না দিয়ে অটোপ্রমোশন দিতে সরকারকে বাধ্য করা হয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে সরকারের অসহায় অবস্থার প্রকাশ পায়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। বরং সরকারের নিয়ন্ত্রণহীনতায় একদল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর চেষ্টা করছে। গাজীপুরে হামলা প্রতিহামলার ঘটনায় সরকার অপারেশন ডেভিল হান্ট কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। সারাদেশে অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, এই ডেভিল হান্ট তো ৮ আগস্ট এর পরেই করা দরকার ছিল। পতিত স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকে সসম্মানে ভারতে পাঠিয়ে দিলেন। কেন তাকে গ্রেপ্তার করা হলো না? তাকে গ্রেপ্তারে বাঁধা কে দিয়েছিল? ৬২৬ জন আওয়ামীলীগের নেতাকর্মী, বিচারপতি, আমলাদেরকে ক্যান্টনমেন্টে আশ্রয় দিয়ে রাখলেন। তাদের খবর কি দেশবাসী জানে? তাদের নামের তালিকা কি প্রকাশ করা হয়েছে? তাদের কয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে? বরং তাদের বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। বড় বড় ডেভিলদের পালানোর সুযোগ করে দিয়ে এখন চুনোপুটি ডেভিলদের ধরতে অভিযানের নাটক কেন? বাংলাদেশের মানুষদের এভাবে বোকা বানাতে পারবেন না। দেশের শিক্ষিত ছাত্র যুবসমাজ জানে মানুষ কেন শোষিত হয়, কেন শিক্ষা পায় না, কেন তাদের পরনের কাপড়, মুখের ভাত, চিকিৎসা, মাথাগোঁজার জন্য ঘর পায় না। সাধারণ মানুষ মনে করে এটা কপালের দোষ। কিন্তু আপনারা ছাত্রসমাজ তো জানেন এগুলোর কারণ হলো অর্থনৈতিক শোষণ। মুষ্টিমেয় মানুষ হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট করে দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার করে বেগম পাড়া করেছে, সুইস ব্যাংকে টাকা রেখেছে। তাই ছাত্র সমাজের ওপর অনেক দায়িত্ব। আপনাদের পূর্বসূরীরা তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। এখন উত্তরসূরী হিসেবে আপনাদের দায়িত্ব। আপনাদের যে কৃষক পিতা, ক্ষেতমজুর পিতা, ভাই-অভিভাবক, গার্মেন্টস শ্রমিক বাবা বা ভাই-বোন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে আমাদের মুখের আহার জোগাড় করছে, শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করছে, রোগ বালাইয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করছে, দায়িত্ব নিচ্ছে তাদের অভাবের কারণ কী? কেন তারা ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত, কেন ফসলের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে? এর কারণ আপনাদের বুঝতে হবে এবং এর সমাধানের জন্য আপনাদেরই দায়িত্ব নিতে হবে। যাদের ট্যাক্সের টাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছেন, সেই কৃষক-শ্রমিক, সাধারণ জনগণের দুর্দশা দূর করতে তাদের সাথে আন্দোলনে শামিল হতে হবে, লড়াই গড়ে তুলতে হবে।

তিনি বলেন, এই অভ্যুত্থান কেন সংগঠিত হয়েছিল? ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি প্রায় উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে মানুষ দেশ স্বাধীন করেছে। কারণ পাকিস্তানিরা এদেশের মানুষের শিক্ষার অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। আমাদের কর্মসংস্থান করে নাই। তারা বৈষম্যমূলক সমাজ তৈরি করেছিল। সেই বৈষম্যের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে তিরিশ লাখ মানুষ শহিদি আত্মদান আর দুই লাখ মা-বোন নিপীড়ন-নির্যাতন সহ্য করে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছিল। স্বাধীনতার ঘোষণা ছিল—সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার। কিন্তু স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরে সাম্য সুদূর পরাহত, বৈষম্যের পাহাড় তৈরি হয়েছে। সামাজিক ন্যায়বিচার নিভৃতে কাঁদে। ১৩ বছরে সাগর-রুনী হত্যার বিচার তো দূরে চার্জশীট পর্যন্ত দেয়া হয় নাই, ত্বকী-তনু হত্যার বিচার হয় নাই। কল্পনা চাকমা গুম হওয়ার পর দেশবাসী আজও তার সন্ধান জানে না। এই বিচারহীনতা দূর করে ন্যায় বিচার ৫৪ বছরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এখনও মানুষ বস্তিতে-ঝুপড়িতে, বাস-লঞ্চ টার্মিনালে মানবেতরভাবে জীবনযাপন করে। মানবিক মর্যাদা সমুন্নত হয় নাই এখানে। '২৪ এর গণঅভ্যুত্থানে বৈষম্যহীন বাংলাদেশের স্লোগান দিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১১টা কমিশন করেছে। এর মধ্যে ৬টি কমিশনের রিপোর্ট ইতিমধ্যে জমা দিয়েছে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে। আমরা বলতে চাই—যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

নারী অধিকারবিষয়ক সংস্কার প্রস্তাব

সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম

১২ জানুয়ারি ’২৫ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স এসোসিয়েশন (ক্রাব) মিলনায়তনে নারী অধিকার সংস্কারবিষয়ক সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের প্রস্তাবনা তুলে ধরার লক্ষ্যে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনের বলা হয়—
সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম গত ৪১ বছর ধরে নারীমুক্তির লক্ষ্যে সর্বস্তরের নারীদের ঐক্যবদ্ধ করে লড়াই-সংগ্রাম পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে প্রতিটি গণ আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। সাম্প্রতিক সময়ে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের পতনের জুলাই অভ্যুত্থানেও নারীদের ব্যাপক সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। কিন্তু স্বৈরাচারী সরকারের পতনের পরও নারীদের প্রতি সমাজের বৈষম্যমূলক আচরণ-নির্যাতন ও নিপীড়ন বন্ধ হয়নি।

গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গত ১৮ নভেম্বর ’২৪ নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশন গঠন করেছে। এই কমিশন নারীদের অধিকার নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন অংশীজনদের সাথে কথা বলে একটি সংস্কার প্রস্তাব তৈরি করার কথা। আমরা, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম, নারীমুক্তির লক্ষ্যে লড়াইরত একটি দায়িত্বশীল রাজনৈতিক নারী সংগঠন হিসেবে, নারীবিষয়ক সংস্কার নিয়ে আমাদের প্রস্তাবনা আপনাদের মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে তুলে ধরতে চাই। একই সাথে কমিশনের কাছেও আমাদের প্রস্তাব পৌঁছে দিব।

নারী অধিকার সংস্কারবিষয়ক প্রস্তাবনা

১. সম্পত্তির উত্তরাধিকারে সমান অধিকার : নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে জাতিসংঘের সিডও সনদের ধারা ২ এবং ১৬(১)(গ) থেকে বাংলাদেশের আপত্তি প্রত্যাহার করতে হবে।

সংবিধানের ২৭ ও ২৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনকারী সকল আইন বাতিল এবং পারিবারিক আইনের পরিবর্তে ইউনিফর্ম সিভিল কোড চালু করতে হবে।

২. সমমজুরি : সরকারি-বেসরকারি, প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের জন্য সমকাজে সমমজুরি নিশ্চিত করতে হবে।

৩. শ্রমিকদের সেবা ও সুবিধা : চা বাগান, গার্মেন্টস-কৃষি প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা, ডে-কেয়ার সেন্টার, সুপেয় পানি এবং স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেটের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৪. প্রবাসী নারী শ্রমিকদের সুরক্ষা : প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও দূতাবাসগুলিকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রবাসী নারী শ্রমিকদের জন্য ডেটাবেজ সংরক্ষণ ও মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৫. আদিবাসী নারীদের উন্নয়ন : পাহাড় ও সমতলের আদিবাসী নারীদের জন্য শিক্ষা-চিকিৎসা, কর্মসংস্থান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৬. নগর অঞ্চলে সেবা : ঢাকাসহ সকল নগর ও পৌর এলাকায় সরকারি ডে-কেয়ার সেন্টার চালু করতে হবে। নারীদের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পাবলিক টয়লেট নির্মাণ করতে হবে। প্রতিটি উপজেলায় নারী হোস্টেল এবং জেলায় দুঃস্থ নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

৭. গণপরিবহনে নারীর নিরাপত্তা : সকল গণপরিবহনে ৪০% আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে। অফিস টাইমে নারীদের জন্য আলাদা বাস সার্ভিস চালু করতে হবে। গণপরিবহন শ্রমিকদের নারী নির্যাতন প্রতিরোধমূলক প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৮. গৃহস্থালি কাজের স্বীকৃতি : নারীদের গৃহস্থালি কাজের আর্থিক মূল্য নির্ধারণ এবং রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিতে হবে।

৯. গৃহ শ্রমিকদের সুরক্ষা : গৃহ শ্রমিকদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি এবং শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। গৃহ শ্রমিক সুরক্ষা নীতিমালাকে আইনে পরিণত করতে হবে।

১০. দ্রুত বিচার নিশ্চিতকরণ : নারীনির্যাতন, ধর্ষণ, হত্যা ও নির্যাতনের বিচার প্রক্রিয়া ১৮০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করার হাইকোর্টের নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে হবে। বিচার প্রক্রিয়া ক্ষমতা ও অর্থের প্রভাবমুক্ত করতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১১. মাতৃত্বকালীন ছুটি : সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানে ৬ মাসের সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটি কার্যকর করতে হবে।

১২. শিক্ষা ও প্রচারণা : পাঠ্যপুস্তকে বেগম রোকেয়া, ইলা মিত্র, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, সুফিয়া কামাল, তারামন বিবিসহ মহীয়সী নারীদের সংগ্রাম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সমাজের সকল স্তরে নারীদের মানুষ হিসেবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

১৩. অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ : অপসংস্কৃতি, অশ্লীলতা, পর্নোগ্রাফি এবং মাদক থেকে নারী-পুরুষ, ছাত্র-যুবসমাজকে রক্ষা করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৪. খেলাধুলার সুযোগ : নারীদের খেলাধুলা ও শরীরচর্চার জন্য প্রতিটি জেলা শহরে সরকারি ট্রেনিং ও নিয়মিত খেলাধুলার আয়োজন করতে হবে। নারী খেলোয়াড়দের প্রতি বেতন বৈষম্য দূর করতে হবে।

১৫. সংরক্ষিত আসন বৃদ্ধি : সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ১০০-তে উন্নীত করতে হবে এবং সরাসরি নির্বাচন নিশ্চিত করতে হবে।

১৬. বাল্যবিবাহ বন্ধ : বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের বিশেষ ধারা ১৯ (বাল্যবিবাহকে আদালতের নির্দেশে বৈধতা দেওয়া) বাতিল করতে হবে। বাল্যবিবাহ রোধে এবং শিক্ষায় নারীদের ঝরে পড়া ঠেকাতে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

১৭. মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের স্বীকৃতি : মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত সকল বীরাঙ্গনা নারীদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং দ্রুত তালিকা প্রণয়ন করতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য উপস্থাপন করেন সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি প্রকৌশলী শম্পা বসু, পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. দিলরুবা নূরী। উপস্থিত ছিলেন মহিলা ফোরাম কেন্দ্রীয় উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য নূরজাহান ঝর্ণা, কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. মনীষা চক্রবর্ত্তী, ঢাকা নগরের সাধারণ সম্পাদক রুখশানা আফরোজ আশা।

যে সংস্কৃতি জীবনকে বিকশিত করে তার উপর আক্রমণ প্রতিহত করতে হবে

চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ৪১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে নেতৃবৃন্দ

শোষণ-বৈষম্য মানুষের মূল্যবোধ বিকশিত হতে দেয় না। তাই মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশের স্বার্থেই শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাংস্কৃতিক কর্মীদের এগিয়ে আসতে হবে। চারণের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনায় এই আহ্বান জানান কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন।

চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ৪১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ১৬ মার্চ সেগুনবাগিচাস্থ ভ্যানগার্ড মিলনায়তনে আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়।

চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সভাপতি নিখিল দাসের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেনের সঞ্চালনায় সভায় আলোচনা করেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, চারণের শাহজাহান কবীর, কবি কামরুজ্জামান ভূঁইয়া, জসিম উদ্দিন ও প্রদীপ সরকার।

আলোচনাসভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, ১৯৮৪ সালের ১৬ মার্চ চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র জন্মলাভের পর থেকে আজ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক

আন্দোলনসহ সকল গণতান্ত্রিক সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামের পরিপূরক সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে একটি শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের সংগ্রামে রাজপথে সোচ্চার রয়েছে চারণ। বর্তমানে দেশে পুঁজিবাদী ব্যক্তিসর্বস্ব ভোগবাদী সংস্কৃতি অপরাধ প্রবণতা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। এখানে মুনাফার উদ্দেশ্যে খাদ্যে ভেজাল, বাজার সিন্ডিকেট, ঘুষ-দুর্নীতি, মাদক-পর্নভিডিও, চলছে সর্বত্র। নারী-শিশুনির্যাতন, ধর্ষণ, কিশোর গ্যাং, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, খুন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। উচ্চ দ্রব্যমূল্য ও বেকারত্ব শ্রমজীবী মানুষের জীবনে নেমে এসেছে ঘোর অন্ধকার। ফ্যাসিবাদী আওয়ামী সরকার উচ্ছেদ হলেও ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা বহাল রয়েছে। ফলে ব্যবস্থার পরিবর্তন ছাড়া বর্তমান দুরবস্থার পরিবর্তন হবে না।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, ধর্মীয় কূপমণ্ডূক মানসিকতায় নারীকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। আজ দেশে নারী-শিশু ধর্ষণ, হত্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। একদল চিহ্নিত সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী মব তৈরি করে ৯০টির উপরে মাজার ধ্বংস করেছে। শুধু তাই নয়, এরা রাস্তাঘাটে নারীকে লাঞ্ছিত করেছে। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বাধা, নারীদের খেলা বন্ধ করাসহ বিভিন্ন ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে। এই মব সন্ত্রাসীদের আইনের আওতায় আনা হচ্ছে না। ফলে অপরাধীরা মহাউৎসাহে অপরাধ চালিয়ে যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক লড়াই এখন ঐতিহাসিক দায়িত্ব।

নেতৃবৃন্দ সারা দেশে নাটক, গান, নাচসহ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের অবাধ সুযোগ তৈরী করা ও আগামী বাজেটে সংস্কৃতি খাতে কমপক্ষে ১ শতাংশ বরাদ্দের দাবি জানান। আলোচনা শেষে চারণের শিল্পীরা গণসংগীত পরিবেশন করেন।

ছাত্র রাজনীতির আদর্শবাদী ও বিপ্লবী ধারাকে শক্তিশালী করুন

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

৫ আগস্টের আগে আজ তার কতটুকু অবশিষ্ট আছে? সেই ঐক্যের মধ্যে বিভক্তি তৈরির পায়তারা কারা করছে? যারা ইনক্লুসিভ বাংলাদেশের স্লোগান দিয়ে বৈষম্যহীন বাংলাদেশের আন্দোলনে নেমে গণ অভ্যুত্থান করল তাদের আজ exclude করে দেয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা বলত—আপনারা দেশের উন্নয়ন চান নাকি, গণতন্ত্র চান? উন্নয়ন চাইলে গণতন্ত্র একটু কম পাবে। উন্নয়ন আর গণতন্ত্রকে প্রতিপক্ষ বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। আমরা তখনও বলেছিলাম উন্নয়ন যদি জনগণের দ্বারে না পৌঁছায় তবে সেই উন্নয়ন জনগণ চায় না। উন্নয়ন আর গণতন্ত্র হাত ধরাধরি করে চলে।

আজকেও একদল বলছে, সংস্কার আগে না নির্বাচন আগে? গত ১৬ বছরে শেখ হাসিনা মানুষের ভোটাধিকারকে হরণ করেছিল, গণতন্ত্রকে কবরে, নির্বাচনকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিল। ২০১৪-'১৮ এবং '২৪ সালে বিনা ভোটে নির্বাচন, নিশি ভোটে নির্বাচন, আমি-ডামির নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে গায়ের জোরে দেশ শাসন করেছে। এজন্যই মানুষ বলেছে গণতন্ত্র চাই, ভোটাধিকার চাই, প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার চাই। বলা হচ্ছে, সংস্কার আগে করে তারপর নির্বাচন এবং নির্বাচন করার কথা বললে তাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করা হচ্ছে, তাদের ট্রল করছেন, বলছেন এরা সংস্কার চায় না, নতুন বাংলাদেশ চায় না, এরা ফ্যাসিবাদের দোসর এসব বলে ট্যাগ দেয়ার চেষ্টা করছেন। গণতন্ত্র ও ভোটের দাবিতে শ্রমিক-কৃষক, ছাত্র-সাংস্কৃতিক কর্মীরা আন্দোলন করলে শেখ হাসিনার সময়ে ট্যাগ দেওয়া হতো জামায়াত শিবির বা বিএনপি বলে। এখনও সেই ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতি চলছে। এখনও সরকারের মধ্যে থাকা কিছু মানুষ এটা ধারণ করছে। এখনও যদি প্রশ্নকরা হয় গণতন্ত্র কই, দ্রব্যমূল্য কেন কমে না, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি কেন হচ্ছে তখন বলা হয় এরা ফ্যাসিবাদের দোসর। ট্যাগিং এর রাজনীতি এখনও চলছে, এটা হলো ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসার জন্যই দেশের মানুষ, ছাত্র জনতা অভ্যুত্থান করেছে।

তিনি বলেন, সংস্কার প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হলো—একটা সুষ্ঠু-অবাধ, গ্রহণযোগ্য, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য যতটুকু সংস্কার প্রয়োজন সেই সংস্কার করে দ্রুত নির্বাচন দিন। আপনাদের পক্ষে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও বাজার নিয়ন্ত্রণ করা, সিন্ডিকেট ভেঙ্গে দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। কীভাবে হবে? শেখ হাসিনার সময়ে বাণিজ্যমন্ত্রী গার্মেন্টস ব্যবসায়ী টিপু মুন্সী, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী গার্মেন্টস ব্যবসায়ী শাহরিয়ার আলম, খাদ্যমন্ত্রী চাতালের মালিক সিন্ডিকেট ব্যবসায়ী সাধন মজুমদার। এভাবে সকল ব্যবসায়ীরা মন্ত্রী-এমপি হয়েছে। তারা তাদের ব্যবসার স্বার্থ দেখেছে। জনগণের জীবন জীবিকার স্বার্থ দেখে নাই। এই সরকারের আমলেও বাণিজ্য উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করেছে একজন ব্যবসায়ী—আকিজ গ্রুপের বশির উদ্দিনকে। তিনি নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ার পরেই সয়াবিন তেল বাজার থেকে উধাও হয়ে গেল। সয়াবিন তেলের দাম বাড়াতে বাধ্য করে জনগণের পকেট থেকে ব্যবসায়ীরা টাকা নিয়ে নিল। কৃষক উৎপাদন খরচ তুলতে না পেরে লোকসান গোনে আর ক্রেতাদের বেশি দামে কিনতে হয়। গতবছর ৮০ টাকা কেজি দরে আলু আমরা কিনেছি সেখানে উৎপাদন খরচ কেজি প্রতি ১৮-২০ টাকা হলেও আলুচাষিরা ১০ টাকায় বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। কোল্ড স্টোরেজের মালিকরা কেজি প্রতি দাম দ্বিগুণ করে আলুর দাম বাড়িয়ে মুষ্টিমেয় আলুর সিন্ডিকেটরা আলু ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করছে। এর বিরুদ্ধে এই সরকার ব্যবস্থা নিতে পারে না। কৃষকের সন্তান হিসেবে ছাত্র বন্ধুরা কি তাদের অভিভাবকদের এই সমস্যার কথা উচ্চারণ করবে না? এই সমস্যা সমাধানের দাবিতে রাজপথে লড়াই করবে না?

তিনি বলেন, প্রধান উপদেষ্টা বাম জোটের সাথে বৈঠকে বলেছিলেন যতটুকু ঐক্যমত হবে ততটুকু সংস্কার করা হবে। বাকিটা থাকবে। আমরা তার উপর ভরসা করতে চাই। কিন্তু পরিস্থিতি সেকথা বলছে না। সংবিধান সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন কমিশন '৭২ সালের সংবিধানের মূলনীতি পাল্টিয়ে দিতে চাচ্ছে। দেশের নাম বদলাতে চাচ্ছে, এতে সবার ঐক্যমত্য কি সম্ভব? সম্ভব না। জনপ্রশাসন কমিশন সারা দেশে ৪টা প্রদেশ, ১টা ক্যাপিটাল সিটি করপোরেশনের প্রস্তাব দিয়েছে। সেগুলো নিয়ে তো সবার মতামত নিতে হবে। এত এত টাকার সংস্থান কীভাবে হবে? বা সবাই কি এই বিষয়ে এক মত পোষণ করবে? অনেক ভালো সুপারিশ দিলেও এটা বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা কী এই সরকারের আছে?

বছরের দুই মাস অতিবাহিত হয়ে গেলেও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এনসিটিবি ২২ কোটি বই শিক্ষার্থীদের দিতে পারে নাই। কবে বই দিতে পারবে তার ঠিক নাই। শিক্ষার্থীদের ক্লাস করানো যাচ্ছে না। যে কয়টা বই দিয়েছে সেগুলোও ভুলে ভরা। যেমন, মানচিত্রে অরুণাচলের আকসাই চিনকে ভারতের দেখানো হয়েছে। বিশ্ব মানচিত্রে হংকং ও তাইওয়ানকে আলাদা দেশ হিসেবে দেখানো হয়েছে। চীন এর প্রতিবাদ করেছে।

সরকারের ষড়যন্ত্রতত্ত্ব সম্পর্কে তিনি বলেন, পরাজিত শক্তি ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করবেই। প্রতিবেশী ভারতে থেকে উসকানিমূলক বক্তব্য দেবে। কিন্তু আমরা তাদের উসকানিতে পা দিয়ে দেশের স্থিতিশীলতা নষ্ট করব কিনা সেটা তো আমাদের ভাবনার বিষয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং গণ অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে নতুন বাংলাদেশ আমাদের নির্মাণ করতে হবে। আজকের ছাত্র সমাবেশ থেকে সেই আহ্বান আমরা রাখছি।

তিনি বলেন, ৬ মাস অতিবাহিত হলেও গণহত্যা বিচারের দৃশ্যমান অগ্রগতি নাই। জাতিসংঘের তদন্ত দল বলেছে গণ অভ্যুত্থানে নিহতদের ৬৬ শতাংশ সেনাবাহিনীর ব্যবহৃত ৭৬২ বোরের গুলিতে। এসব গুলি কোথা থেকে এসেছে? এগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার করতে হবে। আহত-নিহতদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

এই সরকারের অধীনে গঠিত অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কিত টাস্কফোর্স সুপারিশ করেছে–ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশে ৩৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতি প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলো হলে ছাত্র রাজনীতি প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ভাবতে লজ্জা হয় আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম, এখানকার নির্বাচিত ছাত্র সংসদ ডাকসুন নির্বাচিত সদস্য ছিলাম। আমাদের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোরে বিভিন্ন ফ্লোরে মিছিল করতাম। আর এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার চক্রান্ত হচ্ছে। যে গণ অভ্যুত্থানে ছাত্ররা নেতৃত্ব দিল, ফ্যাসিবাদের পতন ঘটালো, যারা ১৯৫২, '৬২, '৬৯, '৯০ তৈরি করেছে, স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেছে, মুক্তিযুদ্ধের ইশতাহার পাঠ করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ। সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। গাড়ি চলাচলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অপরদিকে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবি জানানো হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, এক সময়ে দুদকের চেয়ারম্যান বলেছিলেন, আমাদের হাত-পা বেধে পুকুরে সাঁতার কাটতে দেয়া হয়। সেরকমই সমস্ত জায়গায় ছাত্র রাজনীতি, ছাত্র সংগঠন, মিছিল-মিটিং, সভা-সমাবেশ, সেমিনার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে হাত-পা বেধে সাঁতার কাটার মতো ছাত্র সংসদ নির্বাচন করে কী তৈরি করতে চান? কিসে আপনাদের এত ভয়? ব্রিটিশ, পাকিস্তান এবং স্বাধীন বাংলাদেশেও শাসকরা বারে বারে ছাত্র সমাজকে সংগঠিত হওয়ার অধিকার থেকে, রাজনীতি করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছে। কোনো বার-ই তারা সফল হয় নাই, এবারও হবে না।

তাদের ভয় ছাত্র রাজনীতি থাকলে শাসকশ্রেণি নিজেদের ইচ্ছামতো শাসন-শোষণ করতে পারবে না, অধিকার কেড়ে নিতে পারবে না। ছাত্ররা গর্জে উঠবে। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ঘোষণা করছে, ছাত্ররা রাজনীতি করবে কী করবে না এটা কারও অনুমতি দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার না। রাজনীতি করা, যে কোন আদর্শ ধারণ ও প্রকাশ করা, অথবা না করা নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার। এই অধিকারে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এটাই হচ্ছে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি। অধিকার কেড়ে নিতে চাইলে ছাত্রসমাজ জনগণকে সাথে নিয়ে দাঁতভাঙা জবাব দিবে। সেই লক্ষ্যে শক্তিশালী সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তুলুন।

স্বাধীনতার আগে দেশের ছাত্র সমাজকে জনগণ সম্মান-স্নেহ করত। এখন করে না কেন? কারণ, কোনো বুর্জোয়া বা ধর্মীয় ছাত্র সংগঠনকে দেখেছেন, শিক্ষানীতি-শিক্ষা পদ্ধতি বা অর্থায়ন নিয়ে কথা বলছে? এগুলো নিয়ে কি তাদের কোন প্রকাশনা আছে? আমরা গর্ব করে বলতে চাই শিক্ষার প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে আমাদের বক্তব্য আছে, প্রকাশনা আছে। ছাত্র ফ্রন্ট বিকল্প শিক্ষা নীতির প্রস্তাব করেছে। শিক্ষা নীতি ও সংকট নিয়ে ছয় দিনব্যাপী দেশ এবং দেশের বাইরের শিক্ষক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, ছাত্র-নারী, কৃষক-শ্রমিক, রাজনীতিবিদ সবাইকে নিয়ে শিক্ষা সম্মেলন করে সেই বক্তব্য দেশবাসীর সামনে হাজির করেছে, আগামী দিনেও এই রকম প্রচেষ্টা প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।

[চার দশকের সমাবেশে আলোচকদের বক্তব্য দুই কিস্তিতে ছাপা হবে। এবার প্রথম কিস্তি।]

শিশু আছিয়াসহ সকল ধর্ষণ-হত্যা, নির্যাতনের বিচার দাবি

সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের সমাবেশ ও বিক্ষোভ মছিল বরিশাল

১৪ মার্চ সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম বরিশাল জেলা শাখার উদ্যোগে আছিয়া ধর্ষণ ও হত্যার বিচার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে। মিছিলপরবর্তী সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম বরিশাল জেলা শাখার সভাপতি মাফিয়া বেগম ও পরিচালনা করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. মনীষা চক্রবর্তী। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মহিলা ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি প্রকৌশলী শম্পা বসু, সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. দিলরুবা নুরী প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বৈষম্যহীন বাংলাদেশের যে স্বপ্ন তৈরি হয়েছিল, একের পর এক নারী নির্যাতন ও নারীবিদ্বেষী কর্মকাণ্ড সেই স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে। ৮ বছরের শিশু আছিয়াকে ধর্ষণ ও হত্যার মতো ন্যাক্কারজনক ঘটনার বিচার না হলে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ নির্মাণ করা সম্ভব নয়।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ধর্ষণ-নির্যাতনের বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘ, মামলা তদন্তের দুর্বলতা ও বিচারহীনতার কারণে অপরাধীরা শাস্তি না পাওয়ায় তারা আরও সহিংস হয়ে ওঠে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, সমাজে নারীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও অভ্যুত্থানপরবর্তী সময়ে নারীদেরকে অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে। নারী ফুটবলারদের ওপর হামলা, নারী শিল্পীদের যাতায়াতে বাধা সৃষ্টি, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তনের অপচেষ্টা, রাজশাহীগামী বাসে নারী নির্যাতনসহ একের পর এক নারী, শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। সরকার এসব ঘটনা নিয়ন্ত্রণ বা ঘটনায় জড়িতদের বিচার করছে না, অথচ আছিয়া ধর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মিছিলে ঢাকায় পুলিশি হামলা-মামলা করে সরকার ধর্ষকদের জন্য একধরনের প্রশ্রয়দাতার ভূমিকায় আবির্ভূত হচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে নারী নির্যাতনের প্রতিটি ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার ও দ্রুত বিচার দাবি করেন।

উল্লেখ্য, একই দাবিতে সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন জেলায় সমাবেশ, মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট

আছিয়াসহ সারা দেশে নারী-শিশু ধর্ষণ-হত্যা, নির্যাতন-নিপীড়ন বন্ধের দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মৌলভীবাজার, চট্টগাম, ঝিনাইদহ, বরিশালসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় মিছিল সমাবেশ বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত করে।

সিলেট, হবিগঞ্জ, বরিশাল ও যশোরে মতবিনিময়সভা ও কর্মীসভায় কমরেড খালেকুজ্জামান

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাইরে গিয়ে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়া সম্ভব নয়

সিলেটে কর্মীসভা

২২ ফেব্রুয়ারি বাসদ সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে নগরের দরগা গেট এলাকায় মুসলিম সাহিত্য সংসদের শহীদ সুলেমান হলে এক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা আহ্বায়ক আবু জাফরের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা কমরেড খালেকুজ্জামান, কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নিখিল দাস, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল কাশেম, জেলার সাবেক আহ্বায়ক উজ্জ্বল রায়, মৌলভীবাজার জেলা বাসদের আহ্বায়ক মইনুর রহমান মগনু, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সিলেটের আহ্বায়ক নাজিকুল ইসলাম রানা, শ্রমিক নেতা মুখলেছুর রহমান, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের আহ্বায়ক মাসুমা খানম, বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ফেডারেশনের নেতা বীরেণ সিং, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ শ্রমিক ফ্রন্ট নেতা জিতু সেন, ব্যাটারিচালিত যানবাহন সংগ্রাম পরিষদের সহসভাপতি মনজুর আহমদ। সভা পরিচালনা করেন জেলার সদস্যসচিব প্রণব জ্যোতি পাল।

হবিগঞ্জে মতবিনিময়সভা

২৪ ফেব্রুয়ারি '২৫ বাসদ হবিগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে আশরাফ জাহান কমপ্লেক্স ফুড ভিলেইজ রেস্টুরেন্টে জেলা বাসদ সমন্বয়ক অ্যাড. জুনায়েদ আহমেদের সভাপতিত্বে মতবিনিময় ও কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা কমরেড খালেকুজ্জামান, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নিখিল দাস, সিপিবি হবিগঞ্জ জেলা সভাপতি হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতির হবিগঞ্জ জেলা বারের সাবেক সহসভাপতি অ্যাড. মুরলীধর দাস, গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতির হবিগঞ্জ জেলা সভাপতি অ্যাড. রণধীর দাস চৌধুরী, শায়েস্তাগঞ্জ ডিগ্রি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ আজিজুল হাসান চৌধুরী শাহীন, বাসদ নেতা নুরুল হুদা চৌধুরী শিবলী, বানিয়াচং প্রেসক্লাবের সভাপতি ইমদাদুল হোসেন খান, ইংল্যান্ড প্রবাসী বাসদ সমর্থক আবুল কালাম আজাদ, জাসদ নেতা আবু হেনা মোস্তফা কামাল প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন জেলা বাসদ নেতা ফয়সাল আহমেদ।

সিলেটে কর্মীসভা

বাসদ সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে 'গণ অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা, শিক্ষা ও বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি' শীর্ষক এক মতবিনিময়সভা ২৩ ফেব্রুয়ারি মিরবক্সটুলা হোটেল সিলেট ইন-এর কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা কমরেড খালেকুজ্জামান, কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য নিখিল দাস, অ্যাড. বেদানন্দ ভট্টাচার্য, প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরামের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. আবুল কাশেম, বাসদ জেলা শাখার সাবেক আহ্বায়ক উজ্জ্বল রায়, সিপিবি জেলা সভাপতি সৈয়দ ফরহাদ হোসেন, উদীচী জেলা সভাপতি প্রদীপ দেব রায়, শাবিপ্রবির সহকারী অধ্যাপক সরকার সোহেল রানা, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক সিরাজ আহমদ, সিপিবি নেতা অ্যাড. আনোয়ার হোসেন, সংক্ষুব্ধ নাগরিক আন্দোলনের আব্দুল করিম কীম, আইনজীবী সমিতির সাবেক যুগ্মসম্পাদক অ্যাড. হুমায়ূন রশীদ শোয়েব, বাসদ (মার্ক্সবাদী) জেলা সমন্বয়ক সঞ্জয় কান্ত দাশ, গণতন্ত্রী পার্টি জেলার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গুলজার আহমদ, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের আহ্বায়ক নাজিকুল ইসলাম রানা, শ্রমিক ফ্রন্ট এর মুখলেছুর রহমান, ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিশ্বজিৎ নন্দি, ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মাশরুক জলিল, ছাত্র ফ্রন্টের মহানগর শাখার সহসভাপতি সুমিত রঞ্জন পিনাক প্রমুখ।

মতবিনিময়সভায় সভাপতিত্ব করেন বাসদ সিলেট জেলা আহ্বায়ক আবু জাফর ও সঞ্চালনা করেন জেলা সদস্য সচিব প্রণব জ্যোতি পাল।

বরিশালে মতবিনিময়সভা

১৬ মার্চ বরিশাল শহরের কীর্তনখোলা মিলনায়তনে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বাসদ বরিশাল জেলা শাখার উদ্যোগে 'বৈষম্যহীন বাংলাদেশ কোন পথে?' শীর্ষক মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন বাসদ বরিশাল জেলা শাখার সমন্বয়ক ডা. মনীষা চক্রবর্ত্তী। জেলা শাখার সদস্য সুজন আহমেদের পরিচালনায় মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা কমরেড খালেকুজ্জামান, কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-সিপিবি বরিশাল জেলা শাখার সভাপতি কমরেড অধ্যক্ষ মিজানুর রহমান সেলিম, সরকারি ব্রজমোহন কলেজের ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রণজিৎ মল্লিক, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মোস্তাফিজুর রহমান, উন্নয়নকর্মী রণজিৎ দত্ত, সুজন বরিশাল জেলা শাখার সম্পাদক রফিকুল আলম, কড়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক সোনালী কর্মকার, অ্যাডভোকেট আবু আল রায়হান, সাংবাদিক সৈয়দ মেহেদী হাসান, পরিবেশ আন্দোলনের কর্মী লিংকন বায়েন প্রমুখ।

যশোরে মতবিনিময়সভা

২২ মার্চ '২৫ বাসদ যশোর জেলা শাখার উদ্যোগে জেলা প্রেসক্লাবে 'বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং করণীয়' শীর্ষক মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাসদ জেলা শাখার আহ্বায়ক কমরেড শাহজাহান আলীর সভাপতিত্বে এবং সদস্য মো. আলাউদ্দিনের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমটির উপদেষ্টা কমরেড খালেকুজ্জামান, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নিখিল দাস, জনার্দন দত্ত নান্টু, সদস্য শফিউর রহমান শফি, জেলার সদস্যসচিব আক্কাস আলী, সংগঠক হাছিনুর রহমান, বাম গণতান্ত্রিক জোট যশোর জেলার সমন্বয়ক এবং বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সদস্য জিল্লুর রহমান ভিটু, শিক্ষাবিদ বেনজিন খাঁন, সিপিবি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ইলাহদাদ খান, যশোর প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ফকির শওকত, জাসদ জেলা কমিটির সহসভাপতি হাসান উল্লাহ ময়না, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মফিজুর রহমান রুন্নু, শিক্ষক অধ্যাপক মাফিজুল ইসলাম, সামাজিক ও রাজনীতিক মেহদিউর রহমান টুটুল, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন জেলা সম্পাদক মাসুম রহমান প্রিন্স, শিক্ষক জাফর ইকবাল লিটন প্রমুখ।

গাজায় গণহত্যা বন্ধ কর
ইসরায়েলি জায়নবাদী বর্বরতার বিরুদ্ধে বিশ্ববাসী সোচ্চার হও!

যুদ্ধ বিরতি চুক্তি লংঘন করে গাজায় ইসরায়েলের হামলা বন্ধ ও গণহত্যার বিরুদ্ধে বিশ্ববাসীকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়ে ২১ মার্চ '২৫ বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের উদ্যোগে ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, সদস্য জুলফিকার আলী ও নগর কমিটি সদস্য খালেকুজ্জামান লিপন।

বিশ্ব জনমত উপেক্ষা করে মার্কিন মদদে ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের বর্বর নৃশংস হামলার তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে নেতৃবৃন্দ বলেন, ইসরায়েল ৪২ দিনের মাথায় যুদ্ধ বিরতির চুক্তি ভঙ্গ করে ১৭ মার্চ '২৫ মধ্যরাত থেকে আবারও ফিলিস্তিনের গাজায় নতুন করে হামলা শুরু করেছে। তিন দিনের হামলায় মৃত্যুর সংখ্যা ১ হাজার ছাড়িয়েছে এর মধ্যে ২০০ এর অধিক শিশু, অধিকাংশ নারী ও বয়স্ক মানুষ। ইসরায়েলি হামলায় গত ১৭ মাসে গাজায় ৫০ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে এর মধ্যে ২০ হাজারের বেশি ছিল শিশু। শুধু তাই নয়, বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু গাজা থেকে মানুষজনকে সরে যেতে বলেছে এবং

এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা
ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার এবং শ্রম আইনের গণতান্ত্রিক সংশোধন দাবি

স্কপের কনভেনশন অনুষ্ঠিত

জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে স্থায়ী মজুরি কমিশন গঠনসহ ৯ দফা দাবিতে ১০ ফেব্রুয়ারি '২৫ জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ-স্কপ এর কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

স্কপের যুগ্ম সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে এবং চৌধুরী আশিকুল আলমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের উপদেষ্টা নজরুল ইসলাম খান, স্কপ নেতা মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ, শাহ মো. আবু জাফর, আব্দুল কাদের হাওলাদার, রাজেকুজ্জামান রতন, সাইফুজ্জামান বাদশা, বাদল খান, নঈমুল আহসান জুয়েল, সাকিল আক্তার চৌধুরী, শামীম আরা, আহসান হাবিব বুলবুল, ফয়েজ আহমেদ, নুরুল আমিন, আবুল কালাম আজাদ, মেহেদি খান, এনায়েত হোসেন আকন্দ, রজত বিশ্বাস, মোশাররফ হোসেন, কামরুল হাসানসহ স্কপ জেলা ও সেক্টরাল ফেডারেশন, জাতীয় ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের মধ্যে মফিজুল ইসলাম মোহন, রফিকুল ইসলাম, আবুল বাসার, কহিনুর মাহমুদ, শাহ আলম, খলিলুর রহমান, মোহাম্মদ হেলাল, তোফাজ্জেল হোসেন, সেলিম মাহমুদ, খালেকুজ্জামান লিপন, এস এম কাদির, রাহাত আহমেদ, আনোয়ার হোসেন, মোসাম্মৎ ডলি, আবু সুফিয়ান প্রমুখ।

কনভেনশন থেকে বিদ্যুৎ-পানি, ব্যাংক-বিমা, সড়ক পরিবহণ, নৌযান, বেসামরিক বিমান, চা, চাতাল, কৃষি খামার-মৎস্য, হোটেল-পর্যটন, গার্মেন্টস, চামড়াসহ সকল খাতের শ্রমিকদের আন্দোলনের সাধারণ দাবিসমূহ নির্ধারণ করে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়–

- দাবি দিবস পালন এবং দাবিনামা জেলা প্রশাসক ও শ্রম উপদেষ্টা বরাবর পেশ।
- দেশব্যাপী বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল।
- জেলা, নগর এবং শিল্পাঞ্চলে কনভেনশন, কর্মীসভা-সমাবেশ কর্মসূচি পালন।

৪. ঈদের আগে বেতন ও বোনাস পরিশোধের দাবিতে সমাবেশ ও মিছিল।

৫. বিভিন্ন শ্রমিক অঞ্চলে এবং শ্রমিক জোট ও ফেডারেশনসমূহের সাথে মতবিনিময়সভা আয়োজন।

৬. মে দিবসে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা।

জাতীয় কনভেনশনের ঘোষণা

১০ ফেব্রুয়ারি জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত স্কপের জাতীয় কনভেনশনের ঘোষণা–

বাংলাদেশের সকল সরকারি বেসরকারি,

দেশি-বিদেশি মালিকানাধীন প্রাতিষ্ঠানিক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত মিলিয়ে প্রায় সাড়ে সাত কোটি শ্রমজীবীদের প্রতিনিধিত্বকারী জাতীয়ভিত্তিক প্রধান শ্রমিক সংগঠনসমূহের জোট শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ–স্কপ এর পক্ষ থেকে সংগ্রামী শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আপনারা দেখেছেন, স্বাধীনতার ৫৩ বছরে দেশের সকল উন্নয়ন ও অগ্রগতির সাথে যুক্ত হয়ে আছে বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের শ্রম। কিন্তু দেশে ও বিদেশে কর্মরত শ্রমিকের শ্রমে-ঘামে দেশের উন্নয়ন হলেও তারা বঞ্চিত অধিকার ও মর্যাদা থেকে। ফলে বঞ্চনা থেকে মুক্তির আশায় তারা বারবার নেমে আসে আন্দোলনের পথে। এ যাবতকালে সংগঠিত প্রতিটি গণ আন্দোলনে সামনের কাতারে থেকেছে শ্রমিক শ্রেণি। তারা জীবন দিয়েছে, নির্যাতন ভোগ করেছে। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয় সকল খাতের শ্রমিকদের বিপুল অংশগ্রহণে আন্দোলনে বিজয় অর্জিত হলেও শেষ পর্যন্ত বঞ্চিত থাকে শ্রমজীবীরাই।

সে কারণেই জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে স্থায়ী মজুরি কমিশন গঠন, শ্রম আইনের অগণতান্ত্রিক ধারা বাতিল করে আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ এর আলোকে গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়ন, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ, কর্মক্ষেত্রে নিহত হলে আজীবন আয়ের সমান ক্ষতিপূরণ, আহতদের ক্ষতিপূরণ, চিকিৎসা–পুনর্বাসন, সুলভমূল্যে শ্রমিকদের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা, শ্রমিকদের আবাসন, চিকিৎসা, পেনশন এর মতো ন্যূনতম দাবিতে শ্রমিকদের এখনও আন্দোলন করতে হচ্ছে।

ইতিহাস এবং অভিজ্ঞতা বলে, শ্রমিক কর্মচারী তথা শ্রমজীবী মানুষের জীবনটাই সংগ্রামের। তারা দেশ-বিদেশি শোষণের হাত থেকে মুক্তির জন্য লড়াই করা ছাড়া কখনই কোনো অধিকার আদায় করতে পারেনি। বর্তমানেও কখনো চাকরি রক্ষা, কখনো বকেয়া মজুরি, কখনো মজুরি বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকদের পথে নামতে হচ্ছে। শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ–স্কপ আজকের এই জাতীয় কনভেনশনের মধ্য দিয়ে সমন্বিত দাবি নিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পটভূমি রচনা করতে চায়। দেশের সকল সেক্টরের দাবির সমন্বিত রূপ হিসেবে এই কনভেনশন থেকে আমরা ঘোষণা করছি–

১. স্থায়ী মজুরি কমিশন গঠন করে জীবন যাত্রার ব্যয় বিবেচনার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল খাতের জন্য মালিকানা নির্বিশেষে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ৩০ হাজার টাকা ঘোষণা করতে হবে। এর পাশাপাশি সকল খাত, অঞ্চল এবং পেশাভিত্তিক নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠন করতে হবে।

২. সকল শ্রমিককে শ্রম আইনের সুরক্ষা দিয়ে আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ এর আলোকে অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন ও যৌথ দরকষাকষির অধিকারসহ গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়ন করতে হবে। শ্রম আইনের শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী ধারাসমূহ বাতিল করতে হবে। ইপিজেডসহ সকল ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

৩. আন্দোলন এবং কর্মরত অবস্থায় সাত জন নৌযান শ্রমিকসহ সকল শ্রমিক হত্যার বিচার এবং নিহত ও আহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। শ্রমিক অসন্তোষ দূর না করে ছাঁটাই–হয়রানি, মিথ্যা মামলা, অজ্ঞাতনামা আসামি করার প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে। শ্রমিক আন্দোলন ও শিল্প সম্পর্কের চর্চায় পুলিশের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।

৪. কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতা ও হয়রানি বন্ধ করতে হবে। আইএলও কনভেনশন ১৮৯, ১৯০ অনুসমর্থন করতে হবে। মজুরি ও মাতৃত্বকালীন ছুটিসহ অধিকারের বৈষম্য দূর করতে হবে।

৫. পাটকল, চিনিকলসহ বন্ধ সকল কারখানা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে চালু এবং ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তরিত কারখানার শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি পরিশোধ করতে হবে।

৬. দুর্ঘটনা, পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতে আইএলও কনভেনশন ১২১, ১৫৫ ও ১৮৭ অনুসমর্থন করে আইন প্রণয়ন করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে মৃত্যুতে আজীবন আয়ের সমান ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিধানসহ সকল শ্রমিকের জন্য কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা বিমা চালু করতে হবে। অবহেলাজনিত দুর্ঘটনার জন্য দায়ী মালিক ও সরকারি কর্মচারীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৭. সকল শ্রমিকের জন্য স্বাস্থ্য সেবা, রেশন, আবাসন, পেনশন-গ্রাচুইটি ও বেকার ভাতা চালু করতে হবে। নতুন শিল্পের প্রয়োজনে শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

৮. সরকারি সকল খাতে আউট সোর্সিং এবং স্থায়ী কাজে অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করতে হবে। ৩য়, ৪র্থ শ্রেণির পদে শ্রমিকদের স্থায়ী নিয়োগ বন্ধ রাখা চলবে না। ঠিকাদার কর্তৃক শ্রমিক নিয়োগ এবং শ্রমিক শোষণের অমানবিক প্রথা বন্ধ করতে হবে। গৃহ শ্রমিক, গৃহভিত্তিক শ্রমিক, হালকা যানবাহন চালক, ব্যাটারিচালিত যানবাহন, তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক গিগ ওয়ার্কার, পর্যটন ওয়ার্কার, পরিবহন হকারসহ সকল শ্রমজীবীদের শ্রম আইনে স্বীকৃতি দিতে হবে। প্রবাসী শ্রমিকদের অভিবাসন ব্যয় কমানো, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারসহ প্রবাসে এবং দেশে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

৯) শ্রমিকের খাদ্য–স্বাস্থ্য, বার্ধক্যে নিরাপত্তায় রেশন, হেলথ কার্ড, গ্র্যাচ্যুয়িটি–পেনশনসহ শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের ৯ দফা মানতে হবে।

এই কনভেনশন থেকে আমরা ঘোষণা করছি যে, উল্লিখিত দাবিসমূহ নিয়ে শিল্প-কৃষি ও সেবা খাতে কর্মরত শ্রকিমদের সাথে মতবিনিময় করে তাদের সমস্যসমূহ চিহ্নিত করে দাবিসমূহ চূড়ান্ত করবো। বিদ্যুৎ-পানি, ব্যাংক-বিমা, সড়ক পরিবহণ, নৌযান, বেসামরিক বিমান, চা, চাতাল, কৃষি খামার-মৎস্য, হোটেল-পর্যটন, গার্মেন্টস, চামড়াসহ সকল খাতের শ্রমিকদের আন্দোলনের সাধারণ দাবিসমূহ নির্ধারণ করে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে সভা-সমাবেশ শেষে বৃহত্তর শ্রমিক সমাবেশের মধ্য দিয়ে শ্রমিক ঐক্যের ভিত্তিতে আন্দোলনের ঘোষণা দেয়া হবে।

এই কনভেনশন থেকে আহবান, আসুন একটি কার্যকর শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলি। শ্রমিকদের সামাজিক মর্যাদা, ন্যায়সঙ্গত দাবি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী চেতনাকে ঐক্যবদ্ধ ও শানিত করি। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত আন্দোলন এবং বিভক্ত শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে রূপ দিয়ে ন্যায়সঙ্গত দাবিসমূহ আদায় করি।

পূর্বের অতিনিয়ন্ত্রিত স্বৈরাচার থেকে বর্তমানে চলছে অনিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাচার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রয়টার্সকে জানান, অস্থিরতার কারণে এ বছর নির্বাচন কঠিন হতে পারে। যা নির্বাচন কমিশন বা সরকারের বলার কথা সেই কথা বলার এখতিয়ার যে তার নেই সেটা বুঝার মতো বিবেচনাবোধ তো তার থাকার কথা। তিনি সরকারের মুখপাত্রের মতো কথা বলে কি সরকারের সাথে তার সম্পর্ক স্পষ্ট করে দিলেন? এর ফলে সরকারের নিরপেক্ষতার আবরণ খসে পড়লো নাকি?

বাজারে দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়া এখনও দৌড়ে বেড়াচ্ছে। শীত মৌসুম শেষ বলে সবজির দাম কিছুটা কম কিন্তু চালের দাম তো বেড়েই চলেছে। গত বছর ১০০ বস্তা আলু হিমাগারে রাখতে কৃষকের খরচ ছিল ৩০ হাজার টাকা। ২০২৫ সালে তা বাড়িয়ে ৬০ হাজার টাকা করা হয়েছে। আগের আলু বীজ ৫০ কেজির একটা বাক্স ৭-৮ হাজার টাকায় পাওয়া যেত। ২০২৫-এ হচ্ছে ২০ থেকে ২২ হাজার টাকা। ফলে মৌসুম শেষ হলেই আলুর দাম যে বাড়তে থাকবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

শর্ত সাপেক্ষে ঋণ নিয়ে পৃথিবীর কোন দেশ উন্নতি করতে পারে নাই। ফলে ঋণ নেয়া মানে শর্তের জালে বাঁধা পড়া। অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমদ বলেন, 'আমরা IMF-কে বলেছি এত শর্ত এক সঙ্গে মানা যাবে না।... আপনারা তো ভাবছেন ভিক্ষা করে নিয়ে আসি, আসলে অনেক শর্ত মেনে এবং আমাদের নিজস্ব তাগিদে আনি। কিছু শর্ত আছে বললেই আমরা পালন করব তা নয়।' কিন্তু বিদ্যুৎ-গ্যাস, পানিসহ পরিষেবার দাম বাড়ানো, বেসরকারি এবং বাণিজ্যিক উদ্যোগকে পৃষ্ঠপোষকতা করার নীতি নিয়েই চলছে সরকার। এসব তো বিশ্বব্যাংক আর আইএমএফ এর প্রধান নীতি কৌশল। ফলে শেখ হাসিনার বন্ধ করে যাওয়া কারখানা খোলা তো দূরের কথা নতুন অনেক কারখানা বন্ধ হচ্ছে।

সামাজিক অস্থিরতা বাড়ছে আর তার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে নানাভাবে। পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে প্রতিদিন গড়ে ৫৬ জন আত্মহত্যা করে নিসঙ্গতা-দারিদ্র্য, সামাজিক বৈষম্য ও মানসিক ভারসাম্যহীনতায়। গত ৭ মাসে গণপিটুনির ঘটনায় ১১৯ জন নিহত ও ৭৪ জন আহত হয়েছে। নারী ও শিশু নির্যাতন মামলা হয়েছে ৭ মাসে ৬ হাজার ৮৬৭টি। বেকারত্ব ও অপরাধ পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। পরিবেশ পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণহীনতা অপরাধ করতে উৎসাহ বাড়িয়ে চলেছে। ধর্ম ব্যবসায়ী শক্তি তাদের সামাজিক প্রতিপত্তি বাড়িয়ে তোলার জন্য ধর্মীয় আবেগকে পুঁজি করে দুর্বল জায়গায় শক্তি প্রদর্শন করছে। ডাকাতি, ছিনতাই রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেই বরং স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার রাত ৩টার সময় সংবাদ সম্মেলন আগের সরকারের দিনের রসিকতাকে হার মানিয়েছে।

শুরু থেকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং মব ভায়োলেন্স সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করলে এখন অস্থিরতা অনিশ্চয়তায় পড়তে হতো না। আন্দোলনকারী ছাত্রদের মধ্যে ক্ষমতার মোহ, লোভ-লালসা উৎসাহিত না করে সমাজের ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ হওয়ার প্রেরণা সৃষ্টি করা দরকার ছিল। সংযম এবং শৃঙ্খলা উপর থেকে শুরু করে নিচের দিকে চর্চা করলে সেই শিক্ষা জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। প্রধান উপদেষ্টার সাথে যুক্ত প্রতিষ্ঠানের ৬৬৬ কোটি টাকা রেয়াত দেওয়া ও গ্রামীণ ব্যাংকের ৫ বছরের কর মওকুফের আগে শ্রমিকদের দাবি মেনে নেয়া, কৃষকের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করা, অভ্যুত্থানে আহতদের চিকিৎসার জন্য সর্বোচ্চ ব্যবস্থা করার পদক্ষেপ নেয়া এবং তৃকী, সাগর-রুনী, তনু, মিতু, কল্পনা চাকমাদের হত্যা অপহরণের বিচার কার্য শুরু দরকার ছিল। ২১ আগস্টের মামলায় বিগত সরকার যেভাবে ঢালাও ফাঁসি ও যাবজ্জীবনের ব্যবস্থা করে গিয়েছিল তার পুনঃতদন্তের বদলে এখন আবার সব বেকসুর খালাস দেওয়ার ঘটনা বিচার ব্যবস্থাকেই প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে। একই ঘটনায় কখনো ফাঁসি আবার কখনো সম্পূর্ণ খালাস দেয়ার দৃষ্টান্ত তো ভালো দৃষ্টান্ত হলো না। বিচার বিভাগ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তভাবে স্বাধীনভাবে কাজ করবে জনগণের এটা দীর্ঘদিনের চাওয়া।

এখন বিদেশি বিনিয়োগ আনার প্রবল চেষ্টা চলছে। বিনিয়োগ হলেই হবে না, তাতে দেশের স্বার্থ কতটুকু রক্ষিত হবে, কর্মসংস্থান কত বৃদ্ধি পাবে এ নিয়ে বিতর্ক থাকা দেশের জন্যই প্রয়োজন। ইলন মাস্কের সাথে আকাশ বাণিজ্যিক সমঝোতার চেয়েও দেশের বাজার ব্যবস্থার প্রতি মনযোগ বেশি দরকার ছিল। আমাদের মুক্তিযুদ্ধসহ বিগত বহু শতাব্দীর আন্দোলনের মধ্যদিয়ে পরাস্ত চিন্তা ও শক্তিসমূহকে পুনর্বাসনের সুযোগ করে না দিয়ে বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক যুক্তি তথ্যের মুখোমুখি দাঁড় করানো দরকার ছিল। জনজীবনের দুর্দশা লাঘবে সর্বোচ্চ মনযোগী থাকলে সংস্কারের কেতাবি হিসাবনিকাশ মূল্যহীন হয়ে পড়তো না। সামাজিক পরিবর্তনের প্রতিটি আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ আন্দোলনের শুধু শক্তি বৃদ্ধি করে না গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকেও শক্তিশালী করে। কিন্তু আন্দোলনের পর নারীর অধিকার সংকুচিত করা, স্বাধীন ও নির্ভয়ে পথ চলার পরিবেশ বিঘ্নিত করা আন্দোলনের চেতনা পরিপন্থি।

নারী শিশুদের প্রতি সহিংসতা শুধু যৌনতা ও পুরুষতান্ত্রিকতার মধ্যে সীমিত থাকছে না, মানসিক বিকারগ্রস্ত অসুস্থতার যে ভয়াবহ চিত্র তাতে ফুটে ওঠে সেদিকে গভীর মনোযোগের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জ্ঞান ও সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র হওয়া দরকার। কিন্তু একটা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যখন বিভিন্ন স্থাপনা নামকরণের জন্য তাদের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করে আর তারা বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল চন্দ্র রায়দের মতো বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ না দিয়ে শুধু ধর্ম পরিচয়ে বাতিল করে দেয়, তখন উচ্চ ডিগ্রিধারী অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা কী হারে দেশে উৎপাদিত হচ্ছে সে বিষয়ে ভাবা দরকার।

দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আধুনিক শিক্ষায় কীভাবে শিক্ষিত হয়ে উঠবে তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হওয়া দরকার। কিন্তু শিক্ষা সংস্কারে এদিক থেকে সরকারের কোন মনোযোগ দেখা যাচ্ছে না ।

এদেশ যেমন বারবার আন্দোলনে ফেটে পড়ার দেশ, তেমনি বিজয় হাতছাড়া হওয়ার দেশ। মানুষ বারে বারে অন্যায় শাসন, শোষণ-নিপীড়ন বিরোধী সংগ্রামে বিজয়ী হয় কিন্তু বিজয়ের আনন্দে উল্লসিত হতে না হতেই বিজয় হাত ছাড়া হয়ে যায়। এটাই দীর্ঘকালের গণসংগ্রামের বিজয় ও পরাজয়ের ইতিহাস। কিন্তু এটা শেষ কথা নয়। আমরা স্বাধীনতার পর থেকে ৫৩ বছরের বুর্জোয়া শাসনের নানা রূপ দেখেছি। তাদের প্রতারণার কৌশল ও সংঘাত-সংঘর্ষ, চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের ধরন দেখেছি। পুঁজিবাদী শোষণ-লুটপাটকে বহাল রাখতে গিয়ে শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি, সংসদীয় পদ্ধতি, একদলীয় (বাকশাল) শাসন পদ্ধতি, বেসামরিক স্বৈরশাসন থেকে সামরিক স্বৈরশাসন, তত্ত্বাবধায়ক তদারকি ৩ মাস ও ২ বছরব্যাপী সেনা সমর্থিত ব্যবস্থা সব ধরনের পরীক্ষাই তো হলো। ১৫ বছরব্যাপী একটানা ফ্যাসিবাদ বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামের পর ২০২৪ সালের অভূতপূর্ব গণজাগরণ ও গণ অভ্যুত্থানের পর এখন চলছে অন্তর্বর্তী সরকারের কাল। রাজনীতির উপরের স্তরে পরিবর্তন হলেও শোষণের ব্যবস্থা তো বহাল রয়েছে। তাই বিপুল আকাঙ্ক্ষা আর সীমাহীন ত্যাগের পর পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তন না হলে জনগণের মধ্যে হতাশা আর অবসাদ নেমে আসে। তার প্রতিক্রিয়ায় যুক্তিবাদী মন দুর্বল হয় আর সমাজে নানা নেতিবাচক ঘটনা ঘটতে থাকে।

কিন্তু যারা সমাজের উন্নতি চান তাদের তো হতাশ হয়ে কাজ ছেড়ে দিলে চলবে না। বরং প্রতিটি আন্দোলনে উচ্চারিত দাবিকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে। শোষণ-বৈষম্যের অবসান করতে হলে আর্থসামাজিক ব্যবস্থার বদল করা দরকার। পুঁজিবাদের কারণে যে সংকটের জন্ম সেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বহাল থাকলে বারে বারে একই শ্রেণির মধ্যে শুধু ক্ষমতার হাত বদল হতে থাকবে। বিজয়ী জনগণ বার বার পরাস্ত হবে। কিন্তু মানুষ তো শোষণ-লুন্ঠন মেনে নেবে না। পরাজয় মেনে নিলে সমাজে বিকৃতি শিকড় গেড়ে বসবে। ভুলুণ্ঠিত হতে থাকবে মানুষের মর্যাদা। ফলে শোষণ ও অপমানের বিরুদ্ধে আবার লড়াই গড়ে উঠবে। সেই লড়াইয়ের পথেই আহ্বান করতে হবে মানুষকে থাকতে হবে মানুষের সাথে। ৬৯, ৭১, ৯০ এবং '২৪ সংগ্রামের এক একটা মাইলফলক। এই সংগ্রামের পথেই একদিন জনতার বিজয়ের ইতিহাস রচিত হবে।

নির্বাচন কমিশন বরাবর বাম গণতান্ত্রিক জোটের প্রস্তাব

১৮ ফেব্রুয়ারি '২৫, বাম গণতান্ত্রিক জোটের এক প্রতিনিধি দল আগারগাঁস্থ নির্বাচন ভবনে নির্বাচন কমিশনের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং নির্বাচন বিষয়ে নিম্নোক্ত প্রস্তাব পেশ করেন।

প্রতিনিধি দলে অংশগ্রহণকারী বাম গণতান্ত্রিক জোটের নেতৃবৃন্দ হলেন—বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক ইকবাল কবির জাহিদ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)'র সভাপতি মোহাম্মদ শাহ আলম, সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)-এর সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর সমন্বয়ক মাসুদ রানা ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলী।

বৈঠকে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন—প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন, নির্বাচন কমিশনার আনোয়ারুল ইসলাম সরকার, আব্দুর রহমানেল মাছউদ, তাহমিদা আহমদ, ব্রি. জে. (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ ও নির্বাচন কমিশনের সচিব শফিউল আজিম।

প্রিয় মহোদয়গণ,

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আপনারা দায়িত্ব গ্রহণের পর বর্তমান কমিশনের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচিত হতে এবং এই সুযোগে কিছু কথা বলার জন্য আপনাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছি।

নির্বাচন কমিশনের শ্রদ্ধেয় সদস্যবৃন্দ, আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন যে, বাম গণতান্ত্রিক জোট দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে আসছে। নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনে বাম জোটের প্রস্তাবসমূহ বিভিন্ন সময়ে নির্বাচন কমিশনে ও মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে প্রদান করা হয়েছে। যা আপনাদের কমিশনের দপ্তরেও নিশ্চয় সংরক্ষিত আছে। এবারও নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের কাছে বাম গণতান্ত্রিক জোটভুক্ত বিভিন্ন দল তাদের প্রস্তাবসমূহ তুলে ধরেছেন। আমরা আশা করছি, এবিষয়ে সংলাপের মধ্যদিয়ে অবাধ-সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য যে সংস্কার করা প্রয়োজন, দ্রুততম সময়ে সেসব সংস্কার করেই ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন করা হবে। কমিশন সেই উদ্যোগ নিবে বলে আমরা প্রত্যাশা করি।

সাধারণ মানুষ অনেক ক্ষেত্রে সংস্কারের বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে উঠতে পারেন না। তাদের সাধারণ ধারণা নির্বাচন কমিশন দৃঢ়তার সাথে, মেরুদণ্ড ঠিক রেখে নৈতিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করলে ভালো নির্বাচন করা সম্ভব। আমরা আশা করব গণ অভ্যুত্থানের বিজয়ের পর গঠিত বর্তমান নির্বাচন কমিশন সাধারণ জনগণের সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী হয়ে থাকবেন। এবিষয়ে আমরা সর্বাত্মক সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত আছি।

আমরা মনে করি, দেশের অধিকাংশ ক্রিয়াশীল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল ও সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী দ্রুততম সময়ে অর্থাৎ এ বছর ২০২৫ সালের মধ্যেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা জরুরি কর্তব্য।

আগে স্থানীয় নির্বাচনসহ যেসব নির্বাচনের আলোচনা হচ্ছে আমরা মনেকরি এসব নির্বাচন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরেই সম্পন্ন করা বাঞ্ছনীয়। এসময় জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছাড়া অন্য কোন নির্বাচনের আলোচনা সামনে এনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়কে দীর্ঘায়িত করার কোনো প্রয়োজন নেই। বরঞ্চ এই অবস্থা চলতে থাকলে বিগত দিনে ২০১৪, ২০১৮, ২০২৪ সালে জনগণ যে তাদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সরকার গঠন করতে পারেনি, সেই সংকট দীর্ঘায়িত হবে এবং এই সুযোগে পরাজিত অপশক্তি নানা সংকট তৈরি করতে চাইবে।

আমরা আশা করব এবিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সর্বাগ্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আপনারা যথাযথভাবে আপনাদের দায়িত্ব পালনে উদ্যোগী হবেন।

আজকের এই পরিসরে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের কোন পূর্ণাঙ্গ দাবি নতুন করে আমরা উত্থাপন করতে চাই না। তবে, প্রধান দু একটি দাবি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

১. নির্বাচনে সবার সমান সুযোগের অধিকারের কথাটি সবাই বললেও নির্বাচনকে টাকার খেলা, পেশিশক্তি, ভয়-ভীতি, সাম্প্রদায়িক প্রচার-প্রচারণা,আঞ্চলিকতা ও প্রশাসনিক কারসাজি মুক্ত না করতে পারলে সমসুযোগ সৃষ্টি করা যাবে না।

তাই, আমরা মনেকরি নির্বাচনী জামানত ৫ হাজার টাকা, প্রচার-প্রচারণাসহ সব দায়-দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনকে গ্রহণ, বিনামূল্যে ছাপানো ভোটার তালিকা প্রত্যেক প্রার্থীকে সরবরাহ করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারলে যোগ্যতা সম্পন্ন মেহনতি ও দরিদ্র প্রার্থীরা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহিত হবে। যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে দাঁড়াতে উৎসাহিত হবে।

নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার জন্য ১% ভোটারের স্বাক্ষরসহ কোন শর্ত আরোপ করা উচিত নয়। এটি জনগণের সাংবিধানিক অধিকার ক্ষুণ্ন করে।

২. একইভাবে সংগঠন তৈরি করা সকল নাগরিকের একটি সাংবিধানিক অধিকার। নিবন্ধনের শর্ত এই অধিকার কেড়ে নেয়। এই

এরপর পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরামের মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত
শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্য দূর না করে সমাজকে বৈষম্যমুক্ত করা সম্ভব নয়

২৮ ডিসেম্বর প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরাম খুলনা জেলা শাখার উদ্যোগে 'গণ-অভ্যুত্থান ও বৈষম্যবিরোধী চেতনার প্রেক্ষিতে শিক্ষা এবং শিক্ষক আন্দোলন' শীর্ষক এক মতবিনিময়সভা জেলার বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন (বিএমএ) সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, আইনজীবী, নাগরিক নেতা, সাংবাদিক, এবং শিক্ষক নেতৃবৃন্দ আলোচনা করেন। নেতৃবৃন্দ শিক্ষাব্যবস্থার বৈষম্য এবং শিক্ষক আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে তাঁদের মতামত তুলে ধরেন।

আলোচকবৃন্দ বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে চরম বৈষম্য বিরাজ করছে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে আর্থিক, লৈঙ্গিক, আঞ্চলিক এবং অবকাঠামোগত বৈষম্য তীব্র। নন এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকরা অমানবিক জীবনযাপন করছে। বৈষম্যের ভিত্তি নিহিত রয়েছে বর্তমান পুঁজিবাদী আর্থসামাজিক শোষণমূলক ব্যবস্থায়। সংবিধানে যে অঙ্গীকার ছিল শাসকরা তার বিপরীতে শিক্ষা খাতকে পরিচালিত করছে। যেমন, সংবিধানে এক ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার কথা থাকলেও, বাস্তবে প্রাথমিক স্তরে ১৩ ধরনের, মাধ্যমিকে ৪ এবং উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় একাধিক ধারা চালু রয়েছে। শিক্ষাকে শাসকরা ব্যবসায়ীদের জন্য একটি লাভজনক বাজারি পণ্যে পরিণত করেছে। দেশের নাগরিকরা তাদের আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী এটা কিনে নিচ্ছে। শিক্ষার দায়িত্ব যে রাষ্ট্রের, এটা শাসকরা ভুলিয়ে দিচ্ছে। শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত বাজেট প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল এবং তা প্রতিবছরই কমছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ১ দশমিক ৭৬ শতাংশ, যা গত ১৫ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা খাতে বরাদ্দ এত কম যে তা কার্যত গবেষণায় কোনো ভূমিকাই রাখতে পারে না।

আলোচকবৃন্দ বলেন, শিক্ষকরা গুরুতর সমস্যায় আছে। শিক্ষকদের বেতন কাঠামো ন্যূনতম। তারা বিভিন্ন সামাজিক ও প্রশাসনিক রাজনৈতিক অপশক্তির কাছে জিম্মি। শিক্ষকরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে লাঞ্ছিত হচ্ছে, দাবি আদায়ে মাঠে নামলে পুলিশের নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। শিক্ষকরা তাদের দাবিতে আন্দোলনে মাঠে নামলে পুশিল তাদের ওপর যেভাবে নির্মম হামলা করে তা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার বিষয়ে জনগণের মাঝে আশা জাগালেও তাদের কার্যক্রম মানুষকে হতাশ করছে। মানুষের প্রত্যাশা ও বাস্তবতার এক গরমিল সমাজে বিরাজ করছে।

আলোচকবৃন্দ আরও বলেন, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা, '৯০-এর অভ্যুত্থানের পর শাসকের বদল হয়েছে কিন্তু ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকায় মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, '২৪-এর গণ অভ্যুত্থানের পরও তেমনি মানুষের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তাই স্বাধীনতা চেতনা ও গণ-অভ্যুত্থানের আদর্শের ভিত্তিতে একটি বৈষম্যহীন রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হলে শিক্ষাক্ষেত্রের বৈষম্য দূর করতে হবে। আলোচকবৃন্দ সর্বজনীন, বিজ্ঞানভিত্তিক এবং গণতান্ত্রিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

শোক প্রকাশ : সভায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শেখ সাদী ভূঁঞার অকাল প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সভার শুরুতেই দাড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরাম খুলনা জেলা শাখার সংগঠক শিক্ষক নেতা প্রলয় মজুমদারের সভাপতিত্বে এবং গৌর বর্মনের সঞ্চালনায় মতবিনিময়সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক ও সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আবুল কাশেম, বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, খুলনা জেলার সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ সাহা, বিএমএ খুলনা জেলার সভাপতি ডা. বাহারুল আলম, বিশিষ্ট আইনজীবী ও নাগরিক নেতা অ্যাড. কুদরত-ই-খুদা, খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক ড. তুষার কান্তি রায়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক আবুল ফজল, সাংবাদিক আবু হেনা মোস্তফা জামাল পপলু, টিআরসি ইন্সট্রাক্টর জগজ্জীবন বিশ্বাস, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও নজরুল গবেষক সৈয়দ আলী হাকিম, অধ্যাপক ইদ্রিস আলী, ভবতোষ কুমার ঘোষ, স্টার জুট মিল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাঁটাইকৃত শিক্ষক রাজা খান, অবসরপ্রাপ্ত মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো. রফিকুল ইসলাম, শিক্ষক নেতা নিত্যানন্দ সরকার, মাসুদ হাসান প্রমুখ।

গণতান্ত্রিক ক্যাম্পাস, ছাত্র রাজনীতি ও ডাকসু নির্বাচন প্রসঙ্গে

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সংবাদ সম্মেলন

১২ জানুয়ারি '২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মধুর ক্যান্টিনে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট। সংবাদ সম্মেলনে গণতান্ত্রিক ক্যাম্পাস নিশ্চিত, ছাত্র রাজনীতির সুষ্ঠু পরিবেশ প্রতিষ্ঠা এবং ডাকসুসহ সারাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবি জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মুক্তা বাড়ৈ। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহসভাপতি সুস্মিতা মরিয়ম, সাংগঠনিক সম্পাদক সুহাইল আহম্মেদ শুভ, দপ্তর সম্পাদক অনিক কুমার দাস, অর্থ সম্পাদক সুলতানা আক্তার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিল প্রস্তুতি কমিটির সদস্যসচিব অদিতি ইসলাম

সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ বলেন, ছাত্র-শ্রমিক-জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে দীর্ঘ ১৬ বছরের ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের পতন ঘটলেও ক্যাম্পাসগুলোতে নতুন সংকট দেখা দিয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে ক্যাম্পাসগুলোতে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের দখলদারত্ব ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল সংগঠনসমূহের ধারাবাহিক লড়াই সত্ত্বেও অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়েও গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে ওঠেনি।

নেতৃবৃন্দ বলেন, অভ্যুত্থানের পর ছাত্রসমাজ আশা করেছিল ক্যাম্পাসগুলোতে দখলদারিত্বের অবসান হবে এবং গণতান্ত্রিক মুক্তচিন্তার চর্চা হবে ও প্রগতির চিন্তার অবাধ পরিবেশ তৈরি হবে। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখলাম, ৩৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত অভ্যুত্থানের চেতনার বিপরীত এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থি।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ২০২৪ সালের জুলাই মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র আন্দোলনের ওপর যে নৃশংস হামলা চালানো হয়েছিল, তাতে শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হন। হামলাকারীদের এখনও বিচারের আওতায় আনা হয়নি, বরং অনেকেই পুনর্বাসিত হয়েছেন। নতুন করে বিচারহীনতার পরিবেশ এখন বিরাজ করছে।

ডাকসুসহ দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ নির্বাচন আয়োজনের উদ্যোগকে আমরা সময়োপযোগী হিসেবে স্বাগত জানাই। তবে, আমরা মনে করি, প্রয়োজনীয় গণতান্ত্রিক পরিবেশ ছাড়া এসব নির্বাচন অর্থবহ হবে না। ২০১৯ সালের ডাকসু নির্বাচনে প্রশাসন ও ছাত্রলীগের যোগসাজশে নজিরবিহীন ভোট কারচুপি হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলতে পারি যে, গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও সহাবস্থান নিশ্চিত না করে নির্বাচনের আয়োজন করলে তা শিক্ষার্থীদের স্বার্থ রক্ষা করবে না বরং আরও নতুন সংকট সৃষ্টি করবে।

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যানবাহন ও জনসাধারণের প্রবেশাধিকারের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের সিদ্ধান্তকে সমালোচনা করে নেতৃবৃন্দ বলেন, ক্যাম্পাসে ভারী যানবাহন বন্ধ করা এবং যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ করা শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণচরিত্রের সাথে সাংঘর্ষিক এই সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও জনগণের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করছে।

ছাত্র ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ ডাকসু ও হল সংসদের গঠনতন্ত্রে সংস্কারের প্রস্তাব তুলে ধরেন। প্রস্তাবিত সংস্কারগুলো হলো :

অনার্স ১ম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা ও বয়সের মতো অযৌক্তিক শর্ত বাতিল।

সংসদের সভাপতির একচ্ছত্র হস্তক্ষেপের মতো অগণতান্ত্রিক ধারা বাতিল।

সব ছাত্রসংগঠনের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সহাবস্থান নিশ্চিত করা।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ডাকসু নির্বাচন অর্থবহ করতে হলে গঠনতন্ত্রের যৌক্তিক সংস্কার প্রয়োজন। পাশাপাশি, ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

সংগঠনের দাবিসমূহ

সংবাদ সম্মেলনে নিম্নোক্ত দাবিসমূহ তুলে ধরা হয় :

১. দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহার।

২. হল ও ক্যাম্পাসে সব গণতান্ত্রিক ছাত্রসংগঠনের সহাবস্থান এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত।

৩. গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে তুলে ডাকসুসহ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ নির্বাচন আয়োজন।

৪. জুলাই আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলাকারীদের চিহ্নিত করে দ্রুত বিচার কার্যকর।

নেতৃবৃন্দ ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করে প্রগতিশীল ছাত্র রাজনীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। একইসঙ্গে তারা জনগণের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক আরও নিবিড় করার আহ্বান জানান এবং ক্যাম্পাসকে সমাজ পরিবর্তনের একটি শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

সংবাদ সম্মেলন শেষে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

মব ভায়োলেন্স বন্ধ ও জনজীবনের সংকট নিরসন কর

দ্রুত জাতীয় নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা কর

অন্তর্বর্তী সরকারের ৬ মাসের কাজের শ্বেতপত্র প্রকাশ দাবি বাম গণতান্ত্রিক জোটের

মব ভায়োলেন্স বন্ধ ও উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া; দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও সিন্ডিকেট ভেঙে বাজার স্থিতিশীল করা; ন্যায্যমূল্যের দোকান ও রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা; অবিলম্বে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করা এবং সরকারের বিগত ৬ মাসের কাজের শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবিতে ১৭ ফেব্রুয়ারি '২৫ বাম গণতান্ত্রিক জোটের উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

নেতৃবৃন্দ বলেন, জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠায় ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে অবিলম্বে অন্তর্বর্তী সরকারকে নিরপেক্ষ নির্বাচনের রোড ম্যাপ ঘোষণা করতে হবে এবং সুষ্ঠ নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পন্ন করে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। বর্তমান সরকার নিজেদের ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করার জন্য নানা কূটকৌশল অবলম্বন করছে বলে জনগণের কাছে প্রতীয়মান হচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে তা ধরে রাখতে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করছে। দল গঠন করতে চাইলে ক্ষমতার বাইরে গিয়ে করতে হবে। ক্ষমতায় থেকে সেটা করা গণতন্ত্রবিরোধী এবং জনগণের ইচ্ছার পরিপন্থি।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির দাবি জানিয়ে নেতৃবৃন্দ বলেন, বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য লাগামহীনভাবে বাড়ছে, সরকার সিন্ডিকেট ভেঙে বাজার নিয়ন্ত্রণে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে পারছে না। এই সরকারও কী ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে কিনা তা নিয়ে মানুষের মনে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু, রেশনিং ব্যবস্থা কার্যকর করা এবং সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তোলেন নেতৃবৃন্দ।

এছাড়া দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি নিয়েও নেতৃবৃন্দ উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের প্রধান দায়িত্ব কিন্তু সরকার সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। চুরি-ডাকাতি, খুন-মারামারি বেড়েই চলছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সংবিধান সংস্কারের প্রশ্ন বা অন্যান্য সংস্কারের ক্ষমতা বর্তমান সরকারের হাতে নেই। বরং অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করা জরুরি। স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আয়োজনের সমালোচনা করে তারা বলেন, জাতীয় নির্বাচন না করে স্থানীয় নির্বাচন আয়োজনের পরিকল্পনা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

ধর্মীয় উগ্রবাদ ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বাধার প্রতিবাদ জানিয়ে নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করে বলেন, সরকারের প্রশ্রয়ে উগ্র ধর্মীয় গোষ্ঠী ও কায়েমি স্বার্থান্বেষী মহল মব ভায়োলেন্সের মাধ্যমে দেশের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বাধা দিচ্ছে হামলা চালাচ্ছে। তারা বলেন, বইমেলা, নাট্যোৎসব, বসন্ত উৎসব, মেয়েদের খেলা ও লালন উৎসবের মতো সাংস্কৃতিক আয়োজন বন্ধ হচ্ছে, অথচ সরকার এসব বিষয়ে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে নেতৃবৃন্দ বলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের বহিষ্কার এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিকদের নাম বিভিন্ন ভবন থেকে বাদ দেওয়ার ঘটনা সরকারের স্বৈরাচারী মনোভাবের পরিচয়। তারা এসব ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান এবং এগুলো বন্ধের দাবি করেন।

বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক ও বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক কমরেড ইকবাল কবির জাহিদ এর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)-র সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড মিহির ঘোষ, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর সমন্বয়ক মাসুদ রানা, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলী ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি নেতা শহিদুল ইসলাম সবুজ ও নজরুল।

সমাবেশ শেষে রাজধানীতে একটি মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত

নারীর মর্যাদা, নিরাপত্তা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি

সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম

১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলন থেকে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের সূচনা। সেখানে জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিন শ্রমজীবী নারীদের অধিকার আদায়ের জন্য প্রতিবছর নারী দিবস পালনের প্রস্তাব দেন। ১৯১১ সাল থেকে এটি বিভিন্ন দেশে পালিত হতে থাকে এবং পরে জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালে এই দিনটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়। নারী শ্রমিকদের অধিকার, ভোটাধিকার, সমমজুরি, এবং সমাজে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়েই আন্তর্জাতিক নারী দিবসের যাত্রা শুরু হয়।

নারী দিবস শ্রমজীবী নারীদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির দাবিতে এক দীর্ঘ লড়াইয়ের ফল। নারীরা নিজেদের অধিকারের জন্য লড়াই করেছেন এবং সমাজব্যবস্থাকে বদলে দেওয়ার প্রয়াস নিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ভিত্তি গড়ে ওঠে উনবিংশ শতাব্দীর শ্রমজীবী নারীদের আন্দোলন থেকে। শিল্প বিপ্লবের পর নারীরা ব্যাপকভাবে কলকারখানায় কাজ করতে শুরু করেন কিন্তু তারা নিম্ন মজুরি, মজুরি বৈষম্য, দীর্ঘ কর্মঘণ্টা এবং কঠিন অমানবিক কর্মপরিবেশের শিকার ছিলেন। সে পরিস্থিতি তাদের আন্দোলন সংগ্রামে নামতে বাধ্য করে।

৮ মার্চ ১৮৫৭ সালে নিউইয়র্কের পোশাক কারখানার নারী শ্রমিকরা সমকাজের জন্য সমমজুরি, কর্মঘণ্টা নির্ধারণ এবং কর্মস্থলের নিরাপত্তার দাবিতে আন্দোলনে নামেন। পুলিশের দমনপীড়নের মধ্যেও এই আন্দোলন নারীদের সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখে।

সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের উদ্যোগে নারী দিবস উপলক্ষে ৮ মার্চ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি প্রকৌশলী শম্পা বসুর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. মনীষা চক্রবর্তী, ঢাকা নগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক শরীফা বেগম, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মুক্তা বাড়ৈ। সমাবেশটি পরিচালনা করেন সংগঠনের ঢাকা নগরের সাধারণ সম্পাদক রুখশানা আফরোজ আশা।

নারীর মর্যাদা ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে আরও জোরদার করার আহ্বান জানিয়ে নেতৃবৃন্দ বলেন, আইনগত ও সামাজিকভাবে নারীরা চরম বৈষম্যের শিকার। কর্মক্ষেত্রে নারীরা সমকাজের জন্য সমমজুরি পান না, সর্বত্র নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন এবং মাতৃত্বকালীন অধিকার থেকে বঞ্চিত হন।

নারীর পোশাক-পরিচ্ছদ, অবাধ চলাফেরা, সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, খেলাধুলা, বিনোদোন ও খোলামেলা পরিবেশের কার্যক্রম পশ্চাৎপদ ও কূপমণ্ডুক চিন্তার কারণে সহজভাবে নেওয়া হয় না, এর জন্য সমালোচনা ও হয়রানি ও নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়।

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। গণপরিবহনে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, কর্মস্থলে, এমনকি পরিবারেও নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, পাড়ায় পাড়ায় মাদক ও পর্নোগ্রাফির বিস্তার যেমন তরুণ-যুবসমাজকে বিপথগামী ও ধ্বংস করছে তেমনি নারীর প্রতি নেতিবাচক মনোভাব তৈরি করছে। এগুলো বন্ধ করা জরুরি, কারণ এগুলো নারীর প্রতি সহিংসতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। ওয়াজ মাহফিলের নামে নারী বিদ্বেষী বক্তব্য প্রচার চলছে যা নারীকে সমাজের চোখে হেয় প্রতিপন্ন করে তোলে। এটা বন্ধ করতে হবে। নারীদের পত্র-পত্রীকায়, নাটক-সিনেমা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পণ্য হিসেবে উপস্থাপন বন্ধ করতে হবে। পুঁজিবাদ তার উৎপাদন ব্যবস্থা ঠিক রাখতে মানুষের মধ্যে ভোগবাদী মনসিকতার সংস্কৃতি জন্ম দেয়। এই বিকৃত সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি নারীকে কেন্দ্র করেও গড়ে ওঠে। যা নারীকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দেয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। তাই এসব কিছুকে পরাস্ত করতে হবে, নারীর সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে।

কর্মক্ষেত্রে নারীদের সন্তানের জন্য ডে কেয়ার সেন্টারের ব্যবস্থা না থাকায় অনেক নারী কাজ চালিয়ে যেতে পারেন না। ফলে নারীরা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল থাকছেন এবং পুরুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় নারীরা দ্বৈত শোষণের শিকার–একদিকে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অর্থনৈতিক শোষণ, অন্যদিকে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির শিকার। ফলে নারীর প্রকৃত মুক্তি সম্ভব শোষণহীন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। যে সমাজ নারীকে সকল প্রকার নির্ভরতা থেকে মুক্তি দিবে। তাই নারীদেরও সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামের সাথে যুক্ত হতে হবে।

সমাবেশ শেষে একটি মিছিল প্রেসক্লাব এলাকা থেকে শুরু হয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে দলীয় কার্যালয়ে এসে শেষ হয়।

হিমাগারে আলু সংরক্ষণে দ্বিগুণ ভাড়া বৃদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ

আলু চাষিদের আন্দোলনের সাথে সংহতি জানিয়েছে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট

হিমাগারে আলু সংরক্ষণে কেজি প্রতি ভাড়া দ্বিগুণ বৃদ্ধি করার প্রতিবাদে এবং আলু চাষিদের আন্দোলনের সাথে সংহতি জানিয়ে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বজলুর রশীদ ফিরোজ ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস ৪ ফেব্রুয়ারি এক যৌথ বিবৃতি প্রদান করেন।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ জানান, রংপুর ও রাজশাহী বিভাগসহ সারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে আলুর চাষ হয়েছে। কৃষকরা বেশি দামে বীজ-সার কীটনাশক কিনে এবং জমি লিজ নিয়ে উৎপাদন খরচ বহন করেছে। ফলে প্রতি কেজি আলু উৎপাদনে কৃষকের খরচ হয়েছে ৩২-৩৩ টাকা, অথচ বাজারে পাইকারি আলু বিক্রি হচ্ছে মাত্র ১০-১২ টাকায়। ফলে কৃষকরা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন।

বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, দেশে প্রতি বছর প্রায় এক কোটি টন আলু উৎপাদিত হয়, যার মধ্যে প্রায় ৫০ লাখ টন সংরক্ষণের জন্য হিমাগারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু হিমাগারের অপ্রতুলতা এবং উচ্চ সংরক্ষণ ব্যয়ের কারণে কৃষকরা বাধ্য হয়ে কম দামে আলু বিক্রি করতে বাধ্য হন। এরই মধ্যে হিমাগার মালিকরা সংরক্ষণ ভাড়া দ্বিগুণ করে প্রতি কেজি ৮ টাকা নির্ধারণ করেছে। বস্তা প্রতি ভাড়া দ্বিগুণ করার পাশাপাশি অগ্রিম বুকিং বাবদ ১০০ টাকা নেওয়া হচ্ছে। এতে ৫০ কেজির আলুর বস্তায় কৃষকদের ৪০০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করতে হচ্ছে। ফলে কৃষকরা বিভিন্ন জেলায় রাস্তায় আলু ফেলে প্রতিবাদ করছে। কিন্তু সরকার এবং মালিক পক্ষ থেকে এখনো কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার যদি কৃষকদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত না করে, তাহলে ভবিষ্যতে আলু চাষে আগ্রহ কমে যাবে, যার ফলে খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে। ভোক্তাদের বেশি দামে আলু কিনে খেতে হবে যা আমরা গত বছর দেখেছি ৭০-৮০ টাকা পর্যন্ত কেজি প্রতি দাম উঠেছিল।

সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে নিম্নোক্ত দাবিগুলো উত্থাপন করা হয়–

১. প্রতি উপজেলায় ক্রয় কেন্দ্র খুলে সরকারি উদ্যোগে উৎপাদক কৃষকদের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যে আলু ক্রয় করতে হবে।

২. হিমাগারের ভাড়া কেজি প্রতি ৪ টাকা থেকে ৮ টাকা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে এবং ভাড়া কমিয়ে কেজি প্রতি ২ টাকা নির্ধারণ করতে হবে।

৩. হিমাগার মালিকদের সিন্ডিকেট ভেঙে উৎপাদক কৃষকের জন্য ৭০ শতাংশ সংরক্ষিত বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

৪. টিসিবি'র ট্রাকে ও খোলা বাজারে চাল ও অন্যান্য পণ্যের সাথে আলু বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. সরকারি উদ্যোগে পর্যাপ্ত হিমাগার নির্মাণ করতে হবে।

৬. আলু-সবজি, ধান, ভুট্টাসহ বিভিন্ন ফসলের লাভজনক দাম নিশ্চিত করতে উৎপাদক ও ক্রেতা সমবায় গড়ে তুলতে হবে।

৭. কৃষকদের সহজ শর্তে কৃষিঋণ ও ভর্তুকি প্রদান করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, কৃষি উৎপাদনের খরচ ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি ন্যায্য মূল্যের অভাবে কৃষকরা ফসল চাষে আগ্রহ হারাচ্ছে। সরকার যদি দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ না নেয়, তাহলে দেশে খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে। কৃষকদের দাবি মেনে নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানানো হয়।

কাজ দিতে না পারলে জীবিকা কেড়ে নেবেন কেন?

শেষ পৃষ্ঠার পর

অনুযায়ী ইজিবাইক, রিকশাসহ ব্যাটারিচালিত যানবাহনের নিবন্ধন, চালকের লাইসেন্স ও রুট পারমিট প্রদান, চালকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, সড়ক মহাসড়কে ইজিবাইক রিকশাসহ লোকাল যানবাহনের জন্য সার্ভিস রোড নির্মাণসহ ৮ দফা দাবি মেনে নিয়ে সড়কে শৃঙ্খলা, শ্রমিকের জীবিকা ও স্থায়ী সমাধানের পথে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

১৮ ডিসেম্বর '২৪ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির মিলনায়তনে এক গোলটেবিল আলোচনা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক খালেকুজ্জামান লিপনের সভাপতিত্বে ও সদস্য জনার্দন দত্ত নান্টুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় আলোচনা করেন শ্রম অধিকারবিষয়ক কমিশন প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম এম আকাশ, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির সদস্যসচিব মোজাম্মেল হক চৌধুরী, সংগ্রাম পরিষদের উপদেষ্টা ডা. মনীষা চক্রবর্তী, সদস্য আবু জাফর ও রিকশা, ভ্যান ও ইজিবাইক শ্রমিক ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক লিটন নন্দী।

নেতৃবৃন্দ বলেন, জীবন-জীবিকা নির্বাহ ও পরিবহনের সাথে রিকশা-ব্যাটারি রিকশা চলাচলের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে আছে। দেশের প্রতিটি জনপদের মানুষ রিকশা, ব্যাটারিচালিত রিকশা ও ইজিবাইকের সাথে যুক্ত। যাত্রী ও পণ্য বহন থেকে শুরু করে যে কোনও সময় এই বাহন সেবা দেয়।

ব্যাটারিচালিত রিকশা বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে গ্রামের প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত সুলভ ও পরিবেশ বান্ধব যাতায়াতের মাধ্যম হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। নিজেদের ভিটামাটি-জমিজমা ও সম্পদ হারিয়ে রিকশা চালকরা গ্রাম থেকে শহরে আসে। রোদ-বৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্ম দাবদাহ উপেক্ষা করে শীর্ণ দেহ, মলিন-ছেঁড়া পোশাক, অমানুষিক শ্রম দিয়ে তারা রিকশা চালায়। রিকশাচালকদের বেশিরভাগ যখন আর অন্য কোনো কাজের সামর্থ্য থাকে না তখন উপায়হীন হয়ে বৃদ্ধ বয়সে রিকশা চালিয়ে সংসার চালাচ্ছেন। তারা মনে করেন, তাদের ছেলে-মেয়েরা বড় হয়ে আয় রোজগারের উপযুক্ত হলে তাদের আর এ কাজ করতে হবে না, দুর্দশা শেষ হবে। কিন্তু বাস্তবে এই চক্র থেকে তারা বের হতে পারেন না। তাই আমরা দেখি ৬০-৭০ বছর বয়সী বৃদ্ধ মানুষও রিকশা চালাতে বাধ্য হচ্ছেন। এদের প্রত্যেকের জীবন এক কষ্টদায়ক বেদনার ইতিহাস।

'রিকশা' জাপানি শব্দ 'জিন-রিকি-শা' (জিন অর্থ মানুষ, রিকি অর্থ শক্তি এবং শা অর্থ যান- অর্থাৎ মানব-চালিত যান) থেকে উদ্ভূত। জাপান রিকশা আবিষ্কার করে ১৮৬৯ সালে। এরপর চীন, মঙ্গোলিয়া, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইউরোপসহ বহু দেশে রিকশা পরিবহন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রিকশা আগে ছিল হাতে টানা, পরে এটার নকশা পরিবর্তন করে পেডেল যুক্ত করে পায়ে চালানোর উপযুক্ত করা হয়। এখন শ্রম লাঘব ও গতি বাড়ানোর জন্য এতে ইঞ্জিন ও ব্যাটারি যুক্ত করে চালাচ্ছে। অন্য সব কিছুর পরিবর্তনের মতো এ বাহনেরও পরিবর্তন হতে থাকে কিন্তু তাদের এই প্রয়াস সরকার-বাস মালিক ও পরিবহন খাতের ব্যবসায়ীদের সহ্য হচ্ছে না। তারা এটা চলতে দিতে নারাজ।

প্রতিনিয়ত প্রযুক্তির উন্নতি হচ্ছে। রিকশাচালকরা নিজেদের শ্রমকে লাঘব করতে ব্যাটারিচালিত রিকশার দিকে স্বাভাবিকভাবেই ঝুঁকছেন। সেটা কী অন্যায়? এর জন্য নানা অজুহাত তোলা হচ্ছে; যেমন, দুর্ঘটনা-বিদ্যুতের অপচয়, পরিবহন আইন, ট্রাফিক আইন, চালকদের প্রশিক্ষণহীনতা, গতি নিয়ন্ত্রণের সমস্যা, চালকদের আইন না মানার সমস্যা, যানজট ইত্যাদি। এর মধ্যে সত্যের চেয়ে মিথ্যা-অপবাদই বেশি।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশের শহর ও গ্রামের জনগোষ্ঠীর একটা অংশের জন্য রিকশা, ব্যাটারিচালিত রিকশা ও ইজিবাইক শুধুমাত্র একটি পরিবহন ব্যবস্থাই নয়, বরং এটি তাদের জীবন-জীবিকার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই খাতে কর্মরত মানুষের সঠিক হিসেব সরকারের পরিসংখ্যান ব্যুরোও রাখে না। কিন্তু নানা তথ্য-উপাত্ত থেকে বলা যায়, প্রায় ৬০ লাখ চালক এবং তাদের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ও নির্ভরশীল প্রায় ৩ কোটি মানুষের জীবিকা এই খাতের সাথে যুক্ত। রিকশা চালকরা সরকার, বাস মালিক এবং মাফিয়া ব্যবসায়ীদের আক্রমণের শিকার। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, ১৯৮৩ সালের মোটরযান আইনে ব্যাটারিচালিত রিকশার উল্লেখ নেই। কিন্তু একথা অযৌক্তিক, কারণ ওই সময় ব্যাটারিচালিত রিকশা যেহেতু ছিল না তাই এটার জন্য আইনও থাকার কথা নয়। আমরা দাবি করছি এর জন্য এখন আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। আমাদের দাবির প্রেক্ষিতে ২০১৯ সালে বিআরটিএ খসড়া নীতিমালা তৈরি করে সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে। আমরা এই আইন ও নীতিমালা চূড়ান্ত করার দাবি জানিয়ে আসছি দীর্ঘ দিন ধরে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, নিরুপায় হয়ে রিকশা চালকরা এই পেশায় আসে। এদের বেশিরভাগই গ্রাম-শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠী থেকে আসেন। কৃষিজমি হারিয়ে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে তারা শহরে আসতে বাধ্য হন। তাদের অনেকেই ন্যূনতম শিক্ষা-চিকিৎসা, বাসস্থানের মতো মানবিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার পায় না। তারা রিকশা গ্যারেজেই ঘুমায়। সরকার তাদের জন্য কোনো কাজের সংস্থান করেনি। ফলে বিকল্প কর্মসংস্থানের অভাবে শেষ পর্যন্ত রিকশার মতো অমানবিক কাজকে জীবিকার মাধ্যম হিসেবে বেছে নিচ্ছে। এরা অন্য কাজের সামর্থ্য যখন হারিয়ে ফেলে তখন বাধ্য হয়ে এই পেশা গ্রহণ করে। অনেক প্রবীণ মানুষও জীবনের শেষ প্রান্তে এসে অন্য কোনো কাজের সুযোগ না পেয়ে রিকশা চালিয়েই দিন কাটাচ্ছেন।

প্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে শ্রমিকদের কষ্ট লাঘব করতে তারা রিকশায় ব্যাটারি সংযোজন করেছে। এটি চালকদের জন্য যেমন সুবিধাজনক, তেমনই এটি যাত্রীদের জন্যও আরামদায়ক ও সাশ্রয়ী পরিবহন ব্যবস্থা। কিন্তু নীতিমালার অভাবে, প্রধান সড়কের পাশে বিকল্প লেন না থাকায় এবং পরিবহন মালিকদের চাপের কারণে এই বাহনটি বারবার নিষিদ্ধের মুখে পড়ে।

সরকারের সঠিক নীতিমালার অভাবে প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞার মুখে শ্রমিকরা নির্যাতনের শিকার। আদালতের নির্দেশনাকে কাজে লাগিয়ে প্রশাসন এই বাহন উচ্ছেদ করছে, অথচ দেশের অর্থনীতিতে এই খাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় ৫০-৬০ লাখ ব্যাটারিচালিত রিকশা ও ইজিবাইক প্রতিদিন কয়েক কোটি মানুষকে সাশ্রয়ী যাতায়াত সুবিধা দিচ্ছে।

ব্যাটারি চালিত রিকশার বিরুদ্ধে বিদ্যুৎ অপচয়ের অভিযোগ আনা হয়, কিন্তু বাস্তবে এটি একটি মিথ্যা অভিযোগ। একটি ব্যাটারি রিকশা দিনে ৩-4 ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যয় করে, সেখানে একটি এয়ারকন্ডিশনার ঘণ্টায় ৩ ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হয়। ব্যাটারি রিকশার বিদ্যুতের ব্যবহার কোটি মানুষের জীবন-জীবিকা ও যাতায়াতের সুযোগ নিশ্চিত করে, আর এয়ারকন্ডিশনার যা আরামদায়ক তাপমাত্রা দেয় কোনটা অবচয়, কোনটা প্রয়োজনীয়!

সড়কে শৃঙ্খলার জন্য রিকশার নীতিমালার বিষয়টি সামনে আসছে। গবেষণায় দেখা গেছে, যানজটের মূল কারণ রিকশা বা ইজিবাইক নয়, বরং অপরিকল্পিত সড়ক ব্যবস্থা, অপরিকল্পিত প্রাইভেট কার আমদানি, অবৈধ পার্কিং, গণপরিবহনের স্বল্পতা এবং ট্রাফিক ব্যবস্থার দুর্বলতা। তাই এইগুলোর সমাধান না করে রিকশার উপর দায় চাপানো হচ্ছে। যানজট কমানোর জন্য ব্যাটারি রিকশা বন্ধ করা নয় প্রধান সড়কের পার্শ্বে পৃথক লেন তৈরির দাবি জানাচ্ছি আমরা।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানাচ্ছি যে, ব্যাটারি রিকশাকে আধুনিক করার জন্য বিআরটিএ ও বুয়েটের সহযোগিতায় নিরাপদ ডিজাইন তৈরির পরামর্শ ও সহযোগিতা নেওয়ার। রিকশার সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ২০ কি.মি. মধ্যে রাখার জন্য স্পিড মিটার সংযোজন, নিরাপত্তার জন্য ব্রেক ও ইন্ডিকেটর লাইট যুক্ত করা হলে এটি আরও নিরাপদ হয়ে উঠবে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ব্যাটারি রিকশা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। গ্রামীণ অর্থনীতি ও কৃষি অর্থনীতিতে ব্যাটারি রিকশা গতি সঞ্চার করছে। এই খাতে ৪০ ধরনের কাজ হয়। যেমন, রিকশা তৈরির কারখানা, ব্যাটারি চার্জিং ব্যবসা, মেরামতের দোকান, গ্যারেজ নির্মাণ ইত্যাদির মাধ্যমে লাখ লাখ মানুষ জীবিকা নির্বাহ করছে। রিকশাচালকরা প্রতিদিন কয়েক কোটি টাকা আয় করে যা আমাদের অর্থনীতিকে গতিশীল করে। মানুষকে পরিবহন করেন এবং পরোক্ষভাবে বছরে প্রায় ২৭ হাজার কোটি টাকা ভ্যাট ও রাজস্ব সরকারের কোষাগারে প্রদান করে।

দাবিসমূহ

১. থ্রি হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযান নীতিমালা-২০২৪ চূড়ান্ত করে দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

২. রিকশা ও ইজিবাইকের নিবন্ধন, লাইসেন্স ও রুট পারমিট দিতে হবে।

৩. চার্জিং স্টেশন স্থাপন করে ব্যাটারি চার্জের ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রের আয় নিশ্চিত করতে হবে।

৪. রিকশাচালকদের জন্য সরকারি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তারা ট্রাফিক আইন মেনে চলতে পারেন।

৫. প্রতিটি সড়কে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেন তৈরি করতে হবে।

৬. চাঁদাবাজি ও অবৈধ রেকারিং বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

৭. বিকল্প কর্মসংস্থান তৈরি না করে ব্যাটারি রিকশা উচ্ছেদ বন্ধ করতে হবে।

৮. রিকশাচালকদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আবাসন, চিকিৎসা ও জীবন বিমার ব্যবস্থা করতে হবে।

নারী-শিশু ধর্ষণ, নির্যাতন, চুরি-ডাকাতি, মব সন্ত্রাস বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিন

দ্রুত নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করুন

বাম গণতান্ত্রিক জোট

দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, নারী ও শিশুনির্যাতন, মব সন্ত্রাস, গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে নির্বাচনের দাবি জানিয়ে ১২ মার্চ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাম গণতান্ত্রিক জোটের উদ্যোগে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, সারাদেশে নারী ও শিশুদের প্রতি নিপীড়ন ও সহিংসতা উদ্বেগজনকভাবে বেড়েই চলেছে। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন জেলায় নারী-শিশুধর্ষণ ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটলেও প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা, অপরাধীদের সাজা না হওয়া ও বিচারহীনতার কারণে অপরাধীরা আরও দুর্বিনীত হয়ে উঠছে। মৌলবাদী গোষ্ঠী নারীবিদ্বেষী বক্তব্য দিয়ে সহিংসতাকে উসকে দিচ্ছে, অথচ প্রশাসন এর বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, যখন নারীরা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য রাস্তায় নামে, তখন তাদের দমন করতে প্রশাসন কঠোর হয়, কিন্তু অপরাধীদের ধরতে ব্যর্থ হয়।

নেতারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ১১ মার্চ ধর্ষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশ বর্বরোচিত হামলা চালিয়েছে, যা দেশের প্রায় প্রতিটি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আজ সেই শিক্ষার্থীদের ১২ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত ৭০-৮০ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়েছে, যা সরকারের দমননীতির চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, যারা ধর্ষণের বিরুদ্ধে কথা বলছে, তাদের দমন করা হচ্ছে, কিন্তু অপরাধীরা অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বক্তারা আরও বলেন, দেশে চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, দখল-চাঁদাবাজি, রাহাজানি বেড়ে গেছে। সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে, কিন্তু সরকার এসব প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা নিচ্ছে না। বরং সরকারের নির্বিকার ও দায়িত্বহীন ভূমিকা এসব অপরাধকে আরও উৎসাহিত করছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলছেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে, কিন্তু বাস্তবতা বলছে ভিন্ন কথা।

নেতৃবৃন্দ সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেন, প্রধান উপদেষ্টা বলছেন দেশে স্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে, সেনাপ্রধান বলছেন স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে, তথ্য উপদেষ্টা বলছেন দেশে যুদ্ধাবস্থা চলছে–এসব বক্তব্য থেকেই বোঝা যায় সরকার দেশ পরিচালনায় ব্যর্থ।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে বলেন, দেশের জনগণ তাদের ন্যায্য অধিকার ফেরত পেতে চায়, তাই সরকারকে দ্রুত নির্বাচন ঘোষণা করতে হবে।

নেতারা বলেন, আমরা রাজপথে আছি এবং থাকব, যতদিন পর্যন্ত না আমাদের দাবিগুলো বাস্তবায়ন হয়।

বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক ও বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক কমরেড ইকবাল কবির জাহিদের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, সিপিবির সাধারণ সম্পাদক কমরেড রুহিন হোসেন প্রিন্স, বাসদ (মার্কসবাদী)'র সমন্বয়ক মাসুদ রানা, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু ও সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলী। সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

আন্দোলনরত গার্মেন্টস কর্মচারীর মৃত্যুতে ক্ষোভ

বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ২৪ মার্চ এক বিবৃতিতে বিজয়নগর শ্রম দপ্তরের সামনে আন্দোলনরত গার্মেন্টসের কর্মচারী রাম প্রসাদ সিং-এর মৃত্যুতে ক্ষোভ ও ঈদের আগেই সকল কারখানার শ্রমিকদের সম্পূর্ণ বেতন-বোনাস পরিশোধ করার দাবি জানিয়েছেন।

কমরেড ফিরোজ বলেন, গত ৫ দিন যাবৎ স্টাইল ক্রাফট লিমিটেডের শ্রমিক-কর্মচারীরা ঢাকার বিজয়নগরে অবস্থিত শ্রম ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে আসছে। ১৪ মাসের বকেয়া মজুরি ও ঈদ বোনাসের দাবিতে আন্দোলনরত অবস্থায় একজন কর্মচারীর মৃত্যু ঘটে যা খুবই দুঃখজনক। আমরা ঈদের আগেই অতিদ্রুত সব শ্রমিকের বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাস পরিশোধের দাবি জানাই।

বন্ধ সকল পাটকল, নিউজপ্রিন্ট মিল, হার্ডবোর্ড মিল, দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরির শ্রমিক সমাবেশ

খুলনাসহ সারাদেশে বন্ধ সকল রাষ্ট্রীয় পাটকল, নিউজপ্রিন্ট মিল, হার্ডবোর্ড মিল, দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরিসহ সকল কারখানার শ্রমিকদের সম্পূর্ণ বকেয়া পাওনা পরিশোধ ও লুটপাট বন্ধ করে অবিলম্বে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় সবল মিল-কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে শ্রমিকদের এক যৌথ সমাবেশ ৩১ জানুয়ারি '২৫ খালিশপুর শিল্পাঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়।

কৃষি শ্রমিকদের সমস্যা-সংকট নিরসনে সংস্কার প্রস্তাব

১৯ ফেব্রুয়ারি '২৫ শ্রম সংস্কার কমিশনের সাথে কৃষক-খেতমজুর সংগঠনসমূহের এক মতবিনিময় সভা শ্রম ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদসহ উপস্থিত ছিলেন সদস্য শ্রমিকনেতা আনোয়ার হোসেন, রাজেকুজ্জামান রতন, শাকিল আহম্মেদ, তপন দত্ত, তাছলিমা আখতার প্রমুখ। সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের পক্ষ থেকে লিকিত বক্তব্য ও প্রস্তাব তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি বজলুর রশীদ ফিরোজ, আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের দপ্তর সম্পাদক জুলফিকার আলী।

বরাবর
শ্রম সংস্কার কমিশন
শ্রম ভবন, ১৯৬ সৈয়দ নজরুল ইসলাম এ্যাভিনিউ, বিজয় নগর, ঢাকা–১০০০।

প্রিয় মহোদয়
শ্রম সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে কৃষি শ্রমিকদের সমস্যা-সংকট সম্পর্কে জানা এবং সমাধানে পরামর্শ ও সুপারিশ গ্রহণের জন্য আমাদের সংগঠনকে আমন্ত্রণ করায় কমিশন প্রধান ও সদস্যবৃন্দকে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমরা সবাই জানি, শ্রম শক্তির বিবেচনায় দেশের একক খাত হিসেবে সর্ববৃহৎ এবং সবচেয়ে উপেক্ষিত খাত কৃষি। জিডিপিতে কৃষির অবদান ১১.২ শতাংশ। দেশের মোট শ্রমশক্তির ৪৩ শতাংশ এবং গ্রামীণ কর্মজীবী নারীর প্রায় ৬০ শতাংশ কৃষিতে নিয়োজিত। প্রায় ৩ কোটি ১৫ লাখ কৃষি শ্রমিক নিয়োজিত আছে এই খাতে। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টিমান অর্জন, কর্মসংস্থান, আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি, কৃষি নির্ভর শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ করে কৃষি খাত। অথচ সবচেয়ে অবহেলিত এই কৃষি-কৃষক, খেতমজুর তথা কৃষি খাত। সারা পৃথিবীর মতো বাংলাদেশেও কৃষি খাত এখন শিল্প পণ্য উৎপাদন ও পরিষেবা খাতের মতো পুঁজি ও শ্রমিক নির্ভর হয়ে পড়েছে। একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, কৃষি খাত এবং কৃষি শ্রমিকদের উন্নতি ছাড়া বাংলাদেশের উন্নয়ন কোন স্থায়ী ভিত্তি পাবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কৃষি খাতের শ্রমিকরা এখনও শ্রমিক হিসেবে শ্রম আইনের সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত এবং বাংলাদেশ এখনও কৃষি সম্পর্কিত আইএলও কনভেনশন ১৮৪ অনুসমর্থন করেনি।

বাংলাদেশে কৃষি শ্রমিকরা প্রধানত দুই ধরনের। কৃষি ফার্ম শ্রমিক এবং মজুরি ভিত্তিক কৃষি শ্রমিক। কৃষি ফার্মের শ্রমিকরা কিছুটা মজুরি এবং আইনি সুরক্ষা পেলেও প্রায় ৯৯ শতাংশ কৃষি শ্রমিক দিন মজুরের মতোই কাজ করে। ফলে নিয়মিত কাজ, সুনির্দিষ্ট কর্ম ঘণ্টা, মানসম্মত জীবনযাপন উপযোগী মজুরি, স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, নিরাপদ এবং বৈষম্য মুক্ত কর্ম পরিবেশ তাদের প্রাণের দাবি। এই বিষয় বিবেচনায় রেখে আমাদের প্রস্তাব আমরা শ্রম সংস্কার কমিশনের কাছে উপস্থাপন করছি–

১। কৃষি শ্রমিকদের সারা বছর কাজের নিশ্চয়তা বিধানের ব্যবস্থা করতে হবে। কৃষি শ্রমিকদের জন্য ১২০ দিনের কর্ম সৃজন প্রকল্প চালু করতে হবে।

২। কৃষি শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টা কর্ম দিবস সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

৩। কৃষি শ্রমিকদের মজুরি ৮০০ টাকা নির্ধারণ করতে হবে। পরিযায়ী কৃষি শ্রমিকদের জন্য সরকারি উদ্যোগে কাজের এলাকায় থাকার জন্য মানসম্মত নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। নারী শ্রমিকের মজুরি ন্যূনতম বৈষম্য দূর করতে হবে। মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

৫। ৬০ বছর উর্ধ্ব কৃষি শ্রমিকদের বিনা কিস্তিতে (টাকা জমা ছাড়াই) সরকারি পেনশন দিতে হবে।

৬। কৃষি শ্রমিকদের জন্য রেজিস্ট্রেশন কার্ড, রেশন-স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে হবে। ভূমিহীন, খেতমজুর, বর্গাচাষিদের কৃষি কার্ড দিতে হবে।

৭। কীটনাশক-ছত্রাক নাশক, সারসহ রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

৮। বন্যা খরা নদী ভাঙ্গনসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক-খেতমজুরদের আর্থিকসহ পুনর্বাসনের জন্য সহায়তা দিতে হবে।

৯। সরকারি খাস জমি সমবায়ের মাধ্যমে ভূমিহীন খেতমজুর তথা কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে বিতরণ (হস্তান্তর অযোগ্য করে) করতে হবে।

আমরা আশা করি শ্রম সংস্কার কমিশনের পক্ষ থেকে আমাদের উত্থাপিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে সুপারিশসহ বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ নেয়া হবে।

ছাত্র রাজনীতি বন্ধে টাস্ক ফোর্সের সুপারিশের তীব্র প্রতিবাদ

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মুক্তা বাড়ৈ ও সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন ৪ ফেব্রুয়ারি '২৫ সংবাদপত্রে প্রচারের জন্য প্রেরিত এক বিবৃতিতে টাস্কফোর্সের সংবাদ সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের সুপারিশের তীব্র নিন্দা, ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, অর্থনৈতিক কৌশল পুনর্নির্ধারণ-সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের প্রতিবেদন নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে টাস্কফোর্সের প্রধান এবং বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিআইডিএসের সাবেক মহাপরিচালক ড. কে এ এস মুর্শিদ বলেন, 'মারধর ও অর্থনৈতিক দুর্নীতির ঘটনা ঘটছে ছাত্র রাজনীতির কারণে যা কাম্য নয়। তাই সরকারি ও বেসরকারি সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করতে হবে।' কার্যকারণ সম্পর্কিত কোনো পর্যালোচনা না করেই তিনি মাথা ব্যথা হলে মাথা কেটে ফেলার সহজ পরামর্শটাই দিয়েছেন। এটা বাংলাদেশের প্রচলিত বহু পুরানো গদ বাধা কথা। কোন রাজনৈতিক মতাদর্শ ধারণ বা সংগঠনের সাথে যুক্ততার কারণে মারধর ও আর্থিক দুর্নীতির মতো ঘটনাগুলি ঘটছে সেই আলোচনা ব্যতিরেকে এই সমস্ত ঘটনার দায় সমগ্র ছাত্র রাজনীতির উপর চাপিয়ে দেয়া ঘৃণ্য অপকৌশল ব্যতীত ভিন্ন কিছু নয়। ছাত্রসমাজ এই ধরনের ঢালাও মত গ্রহণ করবে না। বিগত দিনে বিভিন্ন সময়ে শাসকরা ছাত্র রাজনীতি বন্ধের চক্রান্ত করলেও ছাত্র সমাজের প্রতিরোধের মুখে তা সফল হয়নি। ভাষা আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন, '৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান, '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ, ৯০ এর গণ অভ্যুত্থানসহ ঐতিহাসিক বিভিন্ন গণ আন্দোলন এবং এবারের জুলাই গণ অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার পতনের আন্দোলনেও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনসহ সাধারণ ছাত্ররা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সর্বোপরি রাজনৈতিক এই আন্দোলনে ছাত্রদের এই অংশগ্রহণই কি শাসকদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে? কারণ শাসকদের সকল অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে ছাত্ররাই সর্বকালে প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে।

ফলে, আমরা টাস্কফোর্সের ছাত্র স্বার্থ ও গণবিরোধী এই সুপারিশকে প্রত্যাখ্যান করছি। এবং অগণতান্ত্রিক কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হলে ছাত্রসমাজ তা মেনে নিবে না। নেতৃবৃন্দ ছাত্র রাজনীতি বন্ধের যে কোন চক্রান্ত ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধের জন্য ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, বরিশালে সরকারি ব্রজমোহন কলেজের ছাত্র ইউনিয়ন নেতাদের উপর হামলা, হেনস্তা ও হল থেকে বিতাড়নের ঘটনা ন্যক্কারজনক। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রদানকৃত মন্তব্যের জেরে হলে মব তৈরি করে এই কাজ সংঘটিত করেছে সন্ত্রাসীরা। সারাদেশের বিভিন্ন ক্যাম্পাসেও একই ধরনের অগণতান্ত্রিক পরিবেশ বিরাজ করছে। অবিলম্বে এই ঘটনার সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে হবে এবং সারাদেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

নির্বাচন কমিশন বরাবর বাম গণতান্ত্রিক জোটের প্রস্তাব

সপ্তম পৃষ্ঠার পর

নিবন্ধন প্রথা বাতিল করা উচিত। রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের ব্যবস্থা রাখলে তা সহজতর ও শর্তহীন করতে হবে।

৩. নিজের পছন্দমত প্রার্থীকে ভোট প্রদানে বাধা প্রদান আইন করে বন্ধ করতে হবে। না ভোট ও প্রার্থী প্রত্যাহারের বিধান করতে হবে।

৪. প্রার্থীদের সকল তথ্য যাচাই-বাছাই করে জনগণের কাছে উন্মুক্ত করতে হবে। যে দলের প্রার্থী সেই দলের লিখিত ইশতাহারও জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে।

৫. নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে কারো অভিযোগ দায়েরের জন্য অপেক্ষা না করে কমিশন নিজেই সুয়োমোটোর ভিত্তিতে আইনের কঠোর প্রয়োগ এবং নির্বাচন ব্যবস্থার ওপর নির্বাচন কমিশনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৬. স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতি প্রবর্তনের দাবি আমাদের দীর্ঘদিনের। এবিষয়ে সবার সাথে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর কাজটি সরকার যেমন করবে, একইসাথে নির্বাচন কমিশনকেও এবিষয়ে উদ্যোগী ভূমিকা রাখা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

৭. নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচনকালীন দল নিরপেক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে। তাই, নির্বাচন ব্যবস্থায় সরকার যাতে কোন ধরনের হস্তক্ষেপ না করতে পারে সেজন্য নির্বাচন কমিশনকে স্বচ্ছতার সাথে প্রতিটি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হবে।

দেশের মানুষ অনেকদিন ধরে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে পছন্দ মতো প্রার্থী নির্বাচন করতে পারেনি। নিজেদের পছন্দের প্রার্থী নির্বাচন ও সরকার গঠন কবে করা যাবে এটি অনেকের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। বর্তমান সময়েও বিভিন্ন মহল থেকে নানা আলাপ আলোচনা সামনে আসায় অনেকের মাঝে নির্বাচন নিয়ে সংশয় এবং কবে নির্বাচন হবে সেই প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে।

আমরা আশাকরব, দ্রুততম সময়ে আপনাদের পক্ষ থেকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট তারিখসহ নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করে জনগণের এই সংশয় কমিশন দূর করবে এবং

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে আমাদের যাত্রা ইতিবাচক ধারায় অগ্রসর হতে থাকবে।

ধন্যবাদসহ বাম গণতান্ত্রিক জোট।

কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদ

ঢাকায় স্কুল ছাত্রীকে সংঘবদ্ধভাবে ধর্ষণ ও হত্যার বিচার দাবি

সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম

সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি প্রকৌশলী শম্পা বসু ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. দিলরুবা নূরী ৫ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে ঢাকায় এক স্কুল ছাত্রীকে হাত-পা বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে পাঁচ জন মিলে ধর্ষণ, নৃশংসভাবে হত্যার পর লাশ গুম করার উদ্দেশ্যে হাতিরঝিলে ফেলে দেওয়ার ঘটনার বিচার দাবি করেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, রাজধানীর দক্ষিণ খানে স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণ পরবর্তী হত্যার নারকীয় ঘটনা সমাজে নারীর নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির প্রকাশ পেয়েছে। ১৬ জানুয়ারি অষ্টম শ্রেণির এক স্কুলছাত্রী নিখোঁজ হওয়ার পর ১৯ জানুয়ারি তার বাবা থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করে এবং ২৭ জানুয়ারি তিনি মামলা দায়ের করেন। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তদন্তে নেমে ৩০ জানুয়ারি ঘটনার সাথে যুক্ত রবিন নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করে, তার স্বীকারুক্তির ভিত্তিতে রাব্বি মৃধা নামে আরও একজনকে আটক করে।

অভিযুক্ত রবিন স্বীকার করে, কিশোরীটিকে পরিকল্পিতভাবে ফাঁদে ফেলে মহাখালীর একটি বাসায় নিয়ে সেখানে পাঁচজন মিলে তাকে ধর্ষণ করে। নির্যাতনের ফলে মেয়েটি অচেতন হয়ে পড়লে ধর্ষণকারীরা তাকে হত্যা করে এবং তার মরদেহ বস্তাবন্দি করে মধ্যরাতে রিকশাযোগে হাতিরঝিলের পুলিশ প্লাজার সামনে সেতুর নিচে ফেলে দেয়। ১৯ দিন পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনী লাশ উদ্ধার করে।

এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় বরং নারীর প্রতি সহিংসতা বেড়ে যাওয়ার ধারাবাহিকতারই অংশ। দেশে একের পর এক ভয়াবহ নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, একটি রাষ্ট্র কতখানি গণতান্ত্রিক ও সভ্য তার অন্যতম মাপকাঠি হলো নারীদের প্রতি সেই রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি। আমরা স্বৈরাচারী সরকার পরিবর্তন করতে পারলেও নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে পারিনি। ফলে আমাদের গণতান্ত্রিক অর্জনও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দীর্ঘ সময় ধরে বিচারহীনতার সংস্কৃতি বজায় থাকায় অপরাধীরা বারবার একই ধরনের নৃশংস কর্মকাণ্ড ঘটানোর সাহস পাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই ধর্ষণের মতো গুরুতর অপরাধের যথাযথ ও দ্রুত বিচার হয় না, ফলে অপরাধীরা আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

নেতৃবৃন্দ দাবি করেন, কেবলমাত্র ধর্ষণকারীদের গ্রেপ্তার করাই যথেষ্ট নয়, বরং দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে হবে এবং নারীর নিরাপত্তা বিধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে কেবল আইনি ব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়, বরং প্রয়োজন সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। নারীকে মানুষ হিসেবে সম্মান না করা এবং তাদের ওপর যে কোনো ধরনের সহিংসতা মেনে নেওয়ার মানসিকতা সমাজ থেকে দূর করতে হবে। পাশাপাশি প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং বিচার বিভাগের সমন্বিত পদক্ষেপের মাধ্যমেই কেবল নারীর প্রতি চলমান সহিংসতা রোধ করা সম্ভব।

অভিযুক্তদের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া না হলে এ ধরনের অপরাধের পুনরাবৃত্তি রোধ করা যাবে না। সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এ বিষয়ে সচেতন হয়ে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য নেতৃবৃন্দ দাবি জানান।

কমরেড দেলোয়ারের মৃত্যুতে শোক

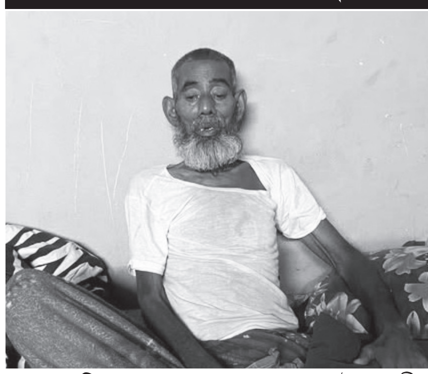

সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস ৯ মার্চ '২৫ গণমাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট বগুড়া জেলার শাখার সহসভাপতি, বাসদ বগুড়া জেলা কমিটির সদস্য ও শেরপুর উপজেলা শাখার সমন্বয়ক কমরেড দেলোয়ার হোসেন এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ৯ মার্চ নিজ বাসভবনে মৃত্যুবরণ করেছেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, তাঁর মৃত্যুতে আমরা সংগঠনের একজন একনিষ্ঠ কমরেডকে হারালাম একই সাথে দেশের শ্রমজীবী-মেহনতি, কৃষকরা-জনতা হারালো তাদের বিশ্বস্ত বন্ধুকে।

কমরেড সিদ্দিকউল্যাহ কবীরের মৃত্যুতে শোক

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ৭ ফেব্রুয়ারি '২৫ সংবাদপত্রে দেওয়া এক বিবৃতিতে বাসদ লক্ষ্মীপুর জেলা শাখার সাবেক সমন্বয়ক ও শিক্ষাবিদ কমরেড সিদ্দিকউল্যাহ কবীর-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেনা।

বিবৃতিতে কমরেড ফিরোজ বলেন, দলের প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে তিনি আমৃত্যু দলের আদর্শের সাথে একাত্ম ছিলেন এবং দল বিকাশে ভূমিকা রেখেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে শিক্ষকতার সাথে যুক্ত থেকেও স্থানীয় সমস্যায় আন্দোলন সংগ্রামে যুক্ত থেকে দলকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন জটিল রোগে ভুগছিলেন। উল্লেখ্য ৭ ফেব্রুয়ারি সকালে লক্ষ্মীপুর সদরের নিজ বাড়িতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে আমরা একজন আদর্শ শিক্ষাবিদ ও দলের অভিভাবককে হারালাম।

বিবৃতিতে কমরেড ফিরোজ কমরেড সিদ্দিকউল্যাহ কবীরের জীবন-সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিয়ে বিপ্লবী আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য দলের নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

ঈদের আগে বেতন বোনাস প্রদানের দাবি

ঈদের আগে প্রাইভেট কার, মাইক্রোবাস চালকসহ সকল হালকা যানবাহন শ্রমিকদের বকেয়া বেতন ও উৎসব বোনাস পরিশোধ, বিনানোটিশে চাকরিচ্যুতি বন্ধ এবং শ্রম আইন সংশোধনের দাবি জানিয়ে ঢাকা জেলা ট্যাক্সি, ট্যাক্সিকার, অটোটেম্পু, অটোরিকশা চালক শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ১৪ মার্চ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল আয়োজন করা হয়।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বিগত সরকার শ্রমিকদের প্রতি অবহেলা করেছে এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। তারা দাবি করেন, সরকার শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে দ্রুততম সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে শ্রম আইনে গণতান্ত্রিক পরিবর্তনে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক।

বেংলা জলমহালে জেলে আন্দোলনে নিহত সঞ্জিব দাসের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত

সঞ্জিব দাস স্মরণসভা উদ্‌যাপন কমিটি : কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলায় বেংলা জলমহালে জেলে আন্দোলনে নিহত সঞ্জিব দাসের স্মরণে এক স্মরণসভা ৩০ ডিসেম্বর বাজিতপুর উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা সংসদ মিলনায়তনে সঞ্জিব দাস স্মরণসভা উদ্‌যাপন কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, উন্মুক্ত জলাশয়গুলোতে জেলেদের অধিকার রক্ষা না করা হলে তাদের জীবিকা হুমকির মুখে পড়বে। ইজারাদার ও রাজনৈতিক প্রভাবশালী গোষ্ঠী জেলেদের অধিকার হরণ করে জলমহালগুলোতে নিজেদের অবৈধ আধিপত্য বিস্তার করছে। ফলে প্রকৃত জেলেরা মাছ ধরার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং তাদের পরিবারগুলোর জীবনযাত্রা ক্রমশ দুর্বিষহ হয়ে পড়ছে।

নেতৃবৃন্দ দাবি জানান, উন্মুক্ত জলাশয়গুলোর ব্যবস্থাপনায় কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন করে প্রকৃত জেলেদের অধিকার সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে এবং অবৈধ দখলদার ও তাদের সহযোগীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। নেতৃবৃন্দ জেলেদের জীবনমান উন্নয়নে সরকারি সহায়তা প্রকল্প চালুর দাবি করেন।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, ১৯৯২ সালের ২৯ ডিসেম্বর বাজিতপুর উপজেলার বেংলা জলমহালে জেলেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকালে ইজারাদারদের হামলায় সঞ্জিব দাস গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ওই হামলায় আরও অনেক জেলেসহ সাধারণ মানুষ আহত হন। পরবর্তীতে এই হামলাকারীদের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি চলাকালে পুলিশ আন্দোলনকারীদের উপর লাঠিচার্জ করে এবং অনেককে আটক করে জেলে নিয়ে যায়। আটককৃতদের মধ্যে ১৮ জন ছিলেন বাসদ, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট এবং সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কর্মী।

সভা একদিকে সঞ্জিব দাসের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় একই সাথে এটি জেলে ও শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইকে পুনরুজ্জীবিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে নেতৃবৃন্দ মনে করেন। উন্মুক্ত জলাশয়ে জেলেদের অবাধ অধিকার নিশ্চিত করতে এবং সঞ্জিব দাসের মতো শহীদদের আত্মত্যাগকে যথ যথ মর্যাদা দেওয়ার জন্য এই ধরনের আয়োজন অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। আন্দোলনের শহিদরা মুক্তি সংগ্রামে প্রেরণার উৎস।

স্মরণসভা উদ্‌যাপন কমিটির আহ্বায়ক নজরুল ইসলাম শাহজাহানের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য রাখেন প্রবীণ বামপন্থি রাজনীতিবিদ সাইফুল ইসলাম মাস্টার, কিশোরগঞ্জ জেলা কৃষক সংগ্রাম সমিতির সভাপতি কমরেড নূরুল ইসলাম মাস্টার, জেলা বাসদের আহ্বায়ক অ্যাড. শফীকুল ইসলাম, অ্যাড. খন্দকার মো. শাহজাহান, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সদস্য এবং নৌপরিবহন মালিক সমিতির প্রধান সমন্বয়ক মো, মাসুম স্মরণসভা উদযাপন কমিটির সদস্য আঙ্গুর মিয়া, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার সদস্য অহিদ উদ্দিন এবং সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার আহ্বায়ক খালেদা আক্তার। সভা সঞ্চালনা করেন সঞ্জিব দাস স্মরণসভা উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব সাজেদুল ইসলাম সেলিম।

নেতৃবৃন্দ উন্মুক্ত জলাশয়ে প্রকৃত জেলেদের অবাধে মাছ ধরার অধিকার প্রতিষ্ঠার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের সরকার ভূমিকা রাখবে বলে আশা ব্যক্ত করা হয়।

গাজায় গণহত্যা বন্ধে সোচ্চার হও!

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

বলছে ‘গাজায় নৃশংতা কেবল মাত্র শুরু’। হাজার হাজার টন বোমা ফেলে ফিলিস্তিনকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। এই হামলার বিরুদ্ধে খোদ ইসরাইয়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে কিন্তু ইসরায়েল তাতে তোয়াক্কা করছে না। কারণ তার প্রতি সমর্থন রয়েছে যুদ্ধবাজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের।

সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প গাজা থেকে সেখানকার বাসিন্দাদের সরে গিয়ে খালি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে দিতে বলেছে। নেতানিয়াহুর সাথে বৈঠক করে ট্রাম্প নতুন করে হামলার নীল নকশা করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় গাজায় নতুন করে হামলা শুরু হয়েছে। মধ্যপ্রচ্যের তেল ও খনিজসম্পদের দখল ও ঐ অঞ্চলে সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ইসরায়েলকে ব্যবহার করছে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা। সেজন্য অস্ত্র-অর্থসহ সব ধরনের সহযোগিতা করে যাচ্ছে। আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতায় ও মদদে জায়নবাদী ইসরাইল গণহত্যায় মেতে উঠেছে। এই ধ্বংসযজ্ঞে গাজার ঘরবাড়ি, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ ও গির্জা ধ্বংস হয়েছে; পানি ও পয়োনিষ্কানের ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সরবরাহ ধ্বংস করেছে এমনকি জাতিসংঘ ভবনও ধ্বংস করা হয়েছে। পুরো গাজার ৮৩ শতাংশ গাছপালা, ৮০ শতাংশের বেশি কৃষিজমি ও ৯৫ শতাংশ গবাদিপশু নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, যুদ্ধবিরতির সময়েও গাজায় ১৫০ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। গাজায় যে হামলা চানানো হচ্ছে তা অতীতের যে কোনো যুদ্ধের ভয়াবহতাকে হার মানিয়েছে। এখন সেখানে কোন ত্রাণ পৌছাতে পারছে না যে কারণে সেখানকার মানুষ ক্ষুধা দুর্ভিক্ষ ও চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুবরণ করছে।

নেতৃবৃন্দ, ইসরায়েলে গণহত্যা বন্ধ ও দেশে দেশে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট সকল যুদ্ধ ও যুদ্ধ উন্মাদনার বিরুদ্ধে বিশ্ববাসীকে প্রতিবাদ প্রতিরোধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান। একই সাথে গাজায় মানবিক সংকট মোকাবিলায় জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ারও জোর দাবি জানান বাসদ নেতৃবৃন্দ।

নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ সরকারকে গাজায় ইসরায়েলি বোমা হামলা ও গণহত্যা বন্ধের দাবি আন্তর্জাতিক সকল ফোরামে তুলে ধরা এবং গণহত্যাকারী নেতানিয়াহুর বিচারের দাবি উত্থাপনের দাবি জানান। একই দাবিতে বাসদের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন জেলায় সভা-সমাবেশ মিছিলসহ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট

গাজায় ইসরায়েলি বর্বর হামলার প্রতিবাদে ২২ মার্চ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুক্তা বাড়ৈ-এর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্রনেতা সুস্মিতা মরিয়ম, সুহাইল আহমেদ শুভ, অনিক কুমার দাস, সুলতানা আক্তার, হারুন-অর রশীদ। সভাটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, গাজায় গণহত্যার বিরুদ্ধে খোদ জেরুজালেমে লাখো মানুষ প্রতিবাদ-বিক্ষোভ করছে নেতানিয়াহুর যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধে। বিশ্বব্যাপী দেশে দেশে এই গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আওয়াজ উঠছে। যুদ্ধ বন্ধে দুনিয়ার ছত্র-যুবক, শ্রমিক-কৃষকসহ সর্ব স্তরের মানুষকে প্রতিবাদে শামির হওয়ার আহ্বান জানান ছাত্র ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ।

আছিয়াসহ সকল গুম-খুন, ধর্ষণ ও নিপীড়নের বিচার দাবি

শেষ পৃষ্ঠার পর

সমাবেশের ঘোষণাপত্র পাঠ করেন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি মাহির শাহরিয়ার রেজার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দিন শুভ’র সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ যুব ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম নান্নু, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি মুক্তা বাড়ৈ, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ-বিসিএল এর সভাপতি গৌতম শীল, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, এবং বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, ফলে হত্যা, ধর্ষণ ও নিপীড়নের ঘটনা বেড়ে চলছে। ব্যর্থ স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে অপসারণ করতে হবে এবং নারীর প্রতি বিদ্বেষ ও সহিংসতা রোধে সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ প্রহণ করতে হবে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির দায় না নিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার বক্তব্য দোষীদের আরও উৎসাহিত করেছে। ফলে গুম-খুন, ধর্ষণ-নিপীড়নের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে আছিয়াসহ স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগের আমল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ঘটে যাওয়া সকল হত্যাকাণ্ড, গুম ও ধর্ষণের বিচার এবং ব্যর্থ স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার অপসারণের দাবি জানান।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানের চেতনাকে ধারণ করেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়েছিল, কিন্তু সরকার ক্রমশ সেই চেতনা থেকে সরে যাচ্ছে। জুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ডের বিচার দৃশ্যমান কিছু নেই। অথচ সরকার সেই দিকটি এড়িয়ে গিয়ে আহতদের সুচিকিৎসা ও শহিদ পরিবারের সহযোগিতার প্রক্রিয়া প্রলম্বিত করেছে।

ঘোষণাপত্রে, সমাবেশে বক্তারা জুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি করেন। একইসাথে আছিয়াসহ সকল ধর্ষণ, নিপীড়নের বিচার এবং ব্যর্থ স্বরাষ্ট্র উপদেষ্ট্রাকে অপসারণের দাবি জানান। নারীর প্রতি বিদ্বেষ বন্ধে সরকারকে উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।

৭ দফা দাবিসমূহ :

১. আছিয়াসহ সকল হত্যা, ধর্ষণ, নিপীড়নের বিচার করতে হবে। ২. ব্যর্থ স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে অপসারণ করতে হবে। ৩. জুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ডের বিচার কর□তে হবে। ৪. মসজিদ, মন্দির, মাজারে হামলাকারী মব সন্ত্রাসীদের বিচার করতে হবে। ৫. চট্টগ্রাম কোর্ট প্রাঙ্গণে আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফ, যৌথ বাহিনী দ্বারা শ্রমিক হত্যার বিচার করতে হবে। ৬. সাগর-রুনি, তনু, আফসানা, মুনিয়াসহ পতিত স্বৈরাচার আওয়ামীলীগ আমলে সংঘটিত হত্যার বিচার করতে হবে। ৭. হিন্দু ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের ঘরবাড়িতে হামলা, লুটপাটের বিচার করতে হবে।

শিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের-এর মৃত্যুতে শোক

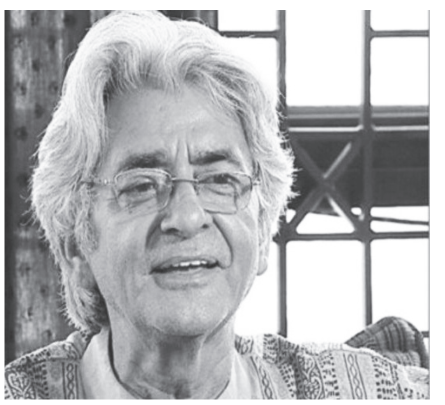

চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নিখিল দাস ও সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ এক বিবৃতিতে বাংলা গানের অন্যতম কণ্ঠশিল্পী, গীতিকার, সুরকার প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে গভীর শোক ও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রতুল মুখোপাধ্যায় বাংলা গানের জগতে এক উজ্জ্বল প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর গাওয়া অসংখ্য গানের মধ্যে ‘আমি বাংলায় গান গাই’ গানটি কেবলমাত্র একটি সংগীত নয়, বরং বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতিসত্তার এক শক্তিশালী প্রতীক। এছাড়াও ‘স্লোগান দিতে গিয়ে আমি চিনতে শিখি নতুন মানুষ জন–স্লোগান/ স্লোগান দিতে গিয়ে আমি বুঝতে শিখি/ কে ভাই, কে দুশমন স্লোগান’। ‘ডিঙ্গা ভাসাও সাগরে সাথী রে’, ‘সংগ্রাম নিপীড়িতের’, ‘ওরে সাঁঝবাতি’ এ রকম অনেক জনপ্রিয় গান তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। তাঁর গানের মধ্যে ছিল শ্রজজীবী-খেটেখ- াওয়া মেহনতি মানুষের মুক্তির আকুতি, সামাজিক সচেতনতা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ধ্বনী, ভালোবাসা ও জীবনবোধের এক অনন্য মিশ্রণ। বিশ্বাস করতেন সাম্য সমাজে, প্রেরণা জোগাতেন শ্রমিক-কৃষক মেহনতি বিপ্লবীদের লড়াই সংগ্রামে।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, তিনি ছোটবেলা থেকেই কবিতায় সুর দিতে দিতেই শিল্পী হয়ে উঠেন। নিজস্ব গায়কী ভঙ্গিতে অসংখ্য কালজয়ী সংগীত সৃষ্টি করে শিল্পী মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। তাঁর গানে তিনি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করতেন না। তার অনন্য সৃষ্টির জন্য তিনি ‘বঙ্গবিভূষণ’, ‘সঙ্গীত সম্মান’, ‘সঙ্গীত মহাসম্মান’, ‘নজরুল স্মৃতি পুরস্কার’সহ একাধিক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।

অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলায় ১৯৪২ সালের ২৫ জুন জন্মগ্রহণ করেন প্রতুল মুখোপাধ্যায়। পরে দেশভাগের সময় বাবা-মা’র সাথে চলে যান ভারতে। সেখানে বসবাস করতেন চুঁচুড়ায়। লেখাপড়া করেছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। তিনি ব্যাংক কর্মকর্তা হিসেবে জীবন শুরু করেন, কিছুদিন অধ্যাপনাও করেছেন কিন্তু সংগীতকে তিন ব্রত হিসেবে নিয়েছেন। অসুস্থ হয়ে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হন। অন্ত্রের অস্ত্রোপচারের পর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বাংলা গানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পী ৮৩ বছর বয়সে ওই হাসপাতালেই প্রয়াত হলেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, তাঁর মৃত্যুতে বাংলার সংগীত জগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি হলো। শিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায় তাঁর সৃজনশীল সৃষ্টি কর্মের মাঝেই বেঁচে থাকবেন।

শ্রম শোষণ, মজুরি বৈষম্য, শ্রমিক নিপীড়ন রুখে দাঁড়াও

৪৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে শ্রমিক ফ্রন্টের আহ্বান

১৮ জানুয়ারি ছিল সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের ৪৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এ উপলক্ষে ১৭ জানুয়ারি জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে শ্রমিক সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতনের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল, সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান লিপন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক জুলফিকার আলী, কোষাধ্যক্ষ আবু নাঈম খান বিপ্লব, সাংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক সেলিম মাহমুদ, আইনবিষয়ক সম্পাদক বিমল চন্দ্র সাহা, দপ্তর সম্পাদক সৌমিত্র কুমার দাস, সদস্য এস এম কাদির, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, আউট সোর্সিং কর্মচারী কল্যাণ পরিষদের রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে শ্রমিকদের উপর সকল প্রকার শোষণের অবসান, মনুষ্যত্বের মর্যাদাপূর্ণ জীবন প্রতিষ্ঠা; জীবনমান উন্নয়নে মজুরি বৃদ্ধি, বকেয়া মজুরি ও প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনশনসহ অন্যান্য পাওনাদি আদায়, চাকরি থেকে অযৌক্তিক ছাঁটাই বন্ধ, প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, সকল শ্রমিককে শ্রম আইনের আওতায় এনে গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়ন, শ্রমিকদের সুরক্ষায় কর্মস্থলে নিরাপত্তা, শ্রমিকের মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ, আহতের ক্ষতিপূরণ-পুনর্বাসন, বিমা, ভবিষ্যৎ নিরাপত্তাসহ সকল গণতান্ত্রিক ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালনা করে আসছে। এর মধ্যদিয়ে এই সংগঠন শ্রমিকশ্রেণির কাছে একটা বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। একই সাথে শ্রমিকদের শ্রেণিচেতনা বৃদ্ধি অর্থাৎ শিল্প-কারখানার মালিকশ্রেণির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোই শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিবিধান আর মুক্তি অর্জনের উপায় এই মর্মে শ্রমিকদের উপলব্ধি বৃদ্ধিই তাদের মুক্তির উপায়-শ্রমিকদের এই শ্রেণিচেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংগ্রাম করে আসছে। শ্রমিকদের কর্মস্থল ভিন্ন হলেও দেশের সকল শ্রমিকদের স্বার্থ অভিন্ন তারা সবাই মিলে একই শ্রেণি, যা সমাজের অন্য সকল শ্রেণি থেকে পৃথক এই আদর্শগত উপলব্ধি তাদের মধ্যে গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে আসছে। একই সাথে শ্রমিকদের আশু দাবি পূরণ এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে অর্থাৎ শ্রমশক্তি শোষণের যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সে ব্যবস্থা উচ্ছেদের সংগ্রামও পরিচালনা করছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশের উৎপাদন, উন্নয়ন আর অগ্রগতির পিছনে সরকারি হিসাবে ৭ কোটি ৩৭ লাখ শ্রমিক এর বাইরে আরও কয়েক কোটি মানুষের শ্রম আর ঘাম ঝরিয়ে অবদান রাখছে। এর মধ্যে পৌনে তিন কোটি কৃষি শ্রমিক এবং সেবামূলক খাতে যা কিছু উৎপাদন হয়, তা শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণেই সম্ভব হচ্ছে। শুধু দেশে নয়, প্রবাসেও প্রতিদিন শ্রমিকরা দেশের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। তবুও দেশের শ্রমজীবী মানুষেরা এক বৈষম্যের জালে আটকে রয়েছে। উৎপাদন, রপ্তানি ও রেমিট্যান্স বৃদ্ধি করেও তারা ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। সরকার যায়, সরকার আসে, ক্ষমতার বদল হয় কিন্তু শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি আর অধিকার প্রতিষ্ঠা হয় না।

নেতৃবৃন্দ বলেন, শ্রমিক দেশের জিডিপি বাড়ায়, মাথাপিছু আয় বাড়ায়, দেশকে সমৃদ্ধ করে কিন্তু নিজের অধিকার পায় না। দেশের কৃষি-শিল্প ও সেবা খাত থেকে অর্জিত আয়কে জিডিপি বলা হয়, যার পরিমাণ ৪৫০ বিলিয়ন ডলার বা ৫৪ লাখ কোটি টাকা। কিন্তু শ্রমজীবীদের জীবনে এই জিডিপি বৃদ্ধির কোনো সুফল নেই। প্রতিবছর মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হিসাব দেওয়া হয়, রপ্তানি আয়ের গর্ব করা হয়, কিন্তু কৃষক-শ্রমিকের আয় তেমনভাবে বাড়ে না। মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৮২৪ ডলার হিসেবে ৪ সদস্যের একটি পরিবারের মাসিক আয় হওয়ার কথা ১ লাখ ১২ হাজার টাকার বেশি। অথচ শ্রমিকদের জন্য জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ২৫ হাজার টাকা দাবি করলেই মালিক শ্রেণি এবং সরকার উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তারা কখনো ভাবতে চায় না, শ্রমিকের সংসার, সন্তানদের লেখাপড়া কীভাবে হয়, বৃদ্ধ বয়সে সঞ্চয় কীভাবে হবে। শ্রমিকদের শ্রমে দেশের উন্নতি হলেও তাদের প্রাপ্য শুধুই বঞ্চনা আর প্রতারণা।

বৈষম্যের বেদনা শ্রমিকদের চাইতে বেশি আর কেউ অনুভব করে না। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়ে হাজারো শ্রমিক জীবন দিয়েছেন। তাদের আশা ছিল ন্যায্য মজুরি, অধিকার প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে-অভ্যুত্থানের আগে যেমন শ্রমিকরা রক্ত দিয়েছেন মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে, এখনও তারা জীবন দিচ্ছেন বকেয়া মজুরি আদায় ও মজুরি বৃদ্ধির জন্য। দ্রব্যমূল্য প্রতিনিয়ত বাড়লেও শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারিত হয় পাঁচ বছর পরপর। মুদ্রাস্ফীতি ১২ শতাংশ হলে অথচ মজুরি বৃদ্ধির হার মাত্র ৫ শতাংশ। তাই শ্রমিকের আয় বছর বছর কমে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, কর্মক্ষেত্রে আহত ও নিহত শ্রমিকদের জন্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অত্যন্ত কম। পেনশন ও ভবিষ্যৎ সুরক্ষার ব্যবস্থা নেই। নারী-পুরুষের মজুরিতে বৈষম্য, প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে বৈষম্য বিরাজ করছে। শ্রমিকদের পরিবার খাদ্য-পুষ্টি, শিক্ষা ও চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয়, যা তাদের কর্মশক্তি, উৎপাদনশীলতার উপর প্রভাব পড়ে এবং পরবর্তী প্রজন্মের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। মালিকরা সংসদে বসে তাদের পক্ষে আইন করে নিজেদের ক্ষমতা বাড়াচ্ছে আর সেই আইনের ফাঁসে শ্রমিক শ্বাসরুদ্ধ হচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, শ্রমিকের শ্রম দেয়, মালিকের মুনাফা বাড়ে। শ্রমিকের জীবনে বৈষম্য যেন একটি অমোঘ নিয়ম। আইনের মধ্যে বৈষম্য, ন্যায্য মজুরি না পাওয়া, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার অভাব-এসবই শ্রমিকদের জীবনে বঞ্চনা বাড়িয়ে তোলে। পুঁজিবাদী সমাজে শোষণের ফলে শ্রমিকরা দুঃখ-কষ্টে দিন কাটায়, আর মালিকরা তাদের মুনাফা বৃদ্ধি করে। এর হাত থেকে মুক্তির জন্য শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থার পরিবর্তনের লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

মুক্তির লড়াইয়ের আহ্বান জানিয়ে নেতৃবৃন্দ বলেন, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা এবং '৯০-এর গণ অভ্যুত্থানের পরও শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। '২৪-এর গণ অভ্যুত্থানের পরও একই ফল হবে, যদি ধনী ও মালিক শ্রেণি ক্ষমতায় থাকে। তাই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে সমাজ পরিবর্তনের লড়াইয়ে আন্দোলনে পরিণত করতে হবে।

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট শ্রেণি সচেতন ও সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার সংগ্রামে নিয়োজিত। ন্যায্য মজুরি ও শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাবি তুলতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল খাতে ন্যূনতম জাতীয় মজুরি ঘোষণা করতে হবে। মজুরি নির্ধারণের মানদণ্ড সুনির্দিষ্ট করে মূল্যস্ফীতি অনুযায়ী প্রতিবছর মজুরি সমন্বয় করতে হবে। শ্রম আইন সংশোধন করে গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়নের দাবিতে অব্যাহত লড়াই চালাতে হবে। গৃহকর্মী ও হালকা যানবাহন চালকদের শ্রম আইনের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে ইনজুরি ক্ষতিপূরণ স্কিম চালু, শ্রমিকদের বিমা ব্যবস্থা এবং পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। খাদ্য রেশন, আবাসন, হেলথ কার্ড, পেনশন ও বেকার ভাতা চালু করতে হবে। বন্ধ পাটকল, চিনিকলসহ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে চালু করতে হবে। আউটসোর্সিং শ্রমিকদের স্থায়ী নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। প্রবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করাতে হবে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের ৪৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন জেলায় সমাবেশ মিছিল ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

শতাধিক পণ্যে শুল্ক-করারোপ, এবং ফ্যামিলি কার্ড বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার দাবি

বাসদ এর সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যোগে শতাধিক নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যে শুল্ক ও কর বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বাতিল, টিসিবির ট্রাক সেল পুনরায় চালু করা এবং ৪৩ লাখ পরিবারের ফ্যামিলি কার্ড বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার, গ্রাম ও শহরের শ্রমজীবী মানুষের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা ও ন্যায্যমূল্যের দোকান চালুর দাবিতে ১৩ জানুয়ারি জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে কমরেড ফিরোজ বলেন, এমনিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যস্ফীতিতে শ্রমজীবী, গরিব মানুষসহ সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত। এর মধ্যে নতুন করে শতাধিক পণ্যের উপর ভ্যাট ও শুল্ক বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিম্ন আয়ের মানুষকে আরও চরম সংকটের মুখে ঠেলে দিবে। সরকারের এই পদক্ষেপকে তিনি আইএমএফের চাপে নেওয়া অযৌক্তিক এবং অমানবিক সিদ্ধান্ত হিসেবে উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, প্রবাসী শ্রমিকরা যেখানে মাসে ২ বিলিয়ন ডলার দেশে প্রেরণ করছে, সেখানে মাত্র দেড় বিলিয়ন ডলার ঋণের জন্য আইএমএফের পরামর্শে শুল্ক ও কর বৃদ্ধি করে জনগণের জীবন দুর্বিষহ করা মেনে নেওয়া যায় না। এটি নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য 'মরার উপর খাঁড়ার ঘা'র মতো।

টিসিবির ৪৩ লাখ ফ্যামিলি কার্ড বাতিল এবং ট্রাক সেল কর্মসূচি বন্ধ করার সমালোচনা করে কমরেড ফিরোজ বলেন, সরকার কার্ড বাতিল করার সময় অনিয়মের অভিযোগ তুলেছে, তবে এত বিপুল সংখ্যক কার্ডে অনিয়ম হয়েছে এটি বিশ্বাসযোগ্য

এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাথে মতবিনিময় সভায় বাসদের বক্তব্য

শেষ পৃষ্ঠার পর

সাম্প্রদায়িকতাকে নির্বাচনে ব্যবহার বন্ধ করা। আমরা মনে করি এই কঠিন অথচ প্রয়োজনীয় কাজ করতে সরকারের সামর্থ্য, সময় এবং পদক্ষেপ নিয়ে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে। পাশাপাশি আমরা একটি বিষয় বলে রাখতে চাই।

বাংলাদেশের মানুষ স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়ছে বারবার। জনগণের আন্দোলনের মুখে স্বৈরাচার বিদায় হলেও প্রতিবারই ক্ষমতাসীনদের মধ্যে দুর্নীতিবাজ ও স্বৈরাচারী হবার প্রবণতা গড়ে উঠেছে। শুধুমাত্র আইন বদলালেই স্বেচ্ছাচারী হওয়া প্রতিরোধ করা যায় না, জনগণের সচেতনতা এবং প্রতিবাদ-প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলাটাও দরকার। ফলে স্বৈরাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক লড়াই অব্যাহত রাখা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে অন্যতম রক্ষাকবচ। মত প্রকাশের স্বাধীনতা, আন্দোলনের স্বাধীনতা ছাড়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অগ্রসর করে নেয়া সম্ভব নয়।

সংস্কার কমিশনসমূহ যে সমস্ত সুপারিশ দিয়েছে তা গণতান্ত্রিক অধিকার বিকশিত করার পক্ষে কতটুকু সহায়ক সেটা নিয়ে বিস্তারিত ও গভীর পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। বিগত কয়েক মাসে জনগণ জীবন, রক্ত ও অশ্রুর বিনিময়ে স্বৈরাচারকে পরাজিত করে যে অন্তত নিয়মতান্ত্রিক নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা তৈরি করেছে—মুক্তিযুদ্ধ, সংবিধান, স্থানীয় নির্বাচন আগে না জাতীয় নির্বাচন আগে ইত্যাদি নানা বিষয়ে সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গসহ বিভিন্ন মহলের বক্তব্য বিবৃতির মাধ্যমে তা নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করার ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করছি। দুঃখজনক হলেও সত্য এসব নিয়ন্ত্রণে সরকারের ভূমিকা মানুষকে হতাশ করেছে। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা এবং মেজিস্ট্রেসি ক্ষমতা সম্পন্ন সামরিক বাহিনীর দায়িত্ব পালন নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। একই সাথে সরকারের ভূমিকাও জনমনে প্রশ্নবিদ্ধ। মব ভায়োলেন্স শুধু আইনশৃঙ্খলার পরিবেশ বিনষ্ট করে তা নয় মানুষের মধ্যে যুক্তিহীন শক্তি প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা তৈরি করে। ইতিমধ্যে মাজার ধ্বংস, সরকারি স্থাপনা, পরাজিত প্রতিপক্ষের বাড়িঘর ধ্বংস, নারীদের খেলা বন্ধ, বাউলদের অনুষ্ঠান বন্ধ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জোর করে পদত্যাগ করানো, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের নাম পরিবর্তন এর পাশাপাশি সভা সমাবেশ বন্ধে পুলিশি নিপীড়ন, বিচার বহির্ভূত হত্যা,সরকারি হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা মানুষের মনে শঙ্কা ও ক্ষোভের জন্ম দিচ্ছে যা গণতান্ত্রিক পরিবেশের জন্যে মারাত্মক হুমকি। গণহত্যাকারীদের বিচার, নিহত-আহতদের ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন, দ্রব্যমূল্য ও আইনশৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণসহ জনজীবনে শান্তি-স্বস্তি প্রতিষ্ঠায় সরকারের দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। একই সাথে পতিত স্বৈরাচার ও তার দেশি-বিদেশি দোসরদের নানা চক্রান্ত ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় সকলের সংগ্রাম জারি রাখা জরুরি।

আমরা মনে করি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ৬ মাসের কার্যক্রম নিয়ে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে সরকারের সাফল্য ও ব্যর্থতার একটি চিত্র জনগণের সামনে উন্মোচিত হবে এবং কী করণীয় সে সম্পর্কে একটি পথ রেখা তৈরি করা সম্ভব হবে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত সংস্কার কমিশনসমূহের সুপারিশ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর যেমন মতামত দেয়া প্রয়োজন, তেমনি এ বিষয়ে দেশের জনগণেরও বিপুল আগ্রহ আছে। সুপারিশসমূহ সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে মনে হয়েছে এসব নিয়ে ব্যাপক ও বিস্তৃত আলোচনা করা প্রয়োজন।

সংস্কার সুপারিশগুলো স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ধরে নিয়ে কিছু সংস্কার যেমন দ্রুত করা দরকার কিছু সংস্কার তেমনি দীর্ঘসময় ধরেও করতে হবে। কিছু সুপারিশ গ্রহণযোগ্য, কিছু নিয়ে বিতর্ক হবে আবার কিছু সুপারিশ নিয়ে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে বিরোধ হতে পারে বলে আমাদের ধারণা। ফলে ঐকমত্য তৈরি করতে আলোচনার সুযোগ এবং সময় প্রয়োজন হবে। তবে সংস্কারের আলোচনার পাশাপাশি যুক্তিসংগত সময়ে প্রয়োজনীয় সংস্কার করে ঐকমত্যের ভিত্তিতে দ্রুত নির্বাচনের আয়োজনের উদ্যোগও একইসাথে নিতে হবে। এ জন্যে প্রতিটি দলকে সুপারিশসমূহের কপি সরবরাহ করা এবং মতামত প্রদানের সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া দরকার। এই জটিল এবং সময়সাধ্য কাজ সৌজন্যমূলক বৈঠকে সম্পন্ন করা যাবে না তবে এই বৈঠক একটা সূচনা হতে পারে।

আমরা মনে করি প্রতিটি রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরেও এই সুপারিশগুলো নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। প্রতিটি দলের কাছ থেকে লিখিত মতামত নেয়া হলে তাতে আলোচনাকে সুনির্দিষ্ট ও যথাযথ করা সম্ভব হবে। আমরা সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলোতে উল্লেখিত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই আমাদের মতামত প্রদান করতে চাই। ভবিষ্যতে সে সুযোগ আমরা পাব, এই প্রত্যাশা করি।

শতাধিক পণ্যে শুল্ক-করারোপ প্রত্যাহার দাবি

১৪ পৃষ্ঠার পর

নয়। মাঠপর্যায়ে গ্রাম-শহরে কোন তথ্যযাচাই হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ছিল। কার্ড বাতিল এবং টিসিবির কার্যক্রম বন্ধের ফলে নিম্ন আয়ের মানুষ আরও বড় বিপদে পড়বে।

তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি দাবি জানিয়ে আরও বলেন, বাজার সংস্কার, সিন্ডিকেট ব্যবস্থা ভেঙে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে সংকট সমাধান সম্ভব নয়। পাশাপাশি, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান।

বাসদ ঢাকা মহানগর শাখার ইনচার্জ নিখিল দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, মহানগর নেতা খালেকুজ্জামান লিপন, জাকির হোসেন, নাসির উদ্দিন প্রিন্স ও রুখসানা আফরোজ আশা।

সমাবেশে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সর্বজনীন রেশনিং ব্যবস্থা এবং শ্রমজীবী মানুষের জন্য ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু করার দাবি জানান। তারা দেশের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, ক্ষমতার হাত বদলের পরিবর্তে শোষণমুক্ত এবং বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য গণ অভ্যুত্থান সংগঠিত করেছে। জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হলে অভ্যুত্থান ব্যর্থ হবে, মানুষ পুরাতন-নতুন কোন শাসকের অন্যায় সিদ্ধান্ত মেনে নেয়নি নিবে না। অভ্যুত্থানের চেতনায় মানুষের স্বপ্নপূরণে ব্যবস্থা বদলের সংগ্রামে শামিল হওয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

বেগম রোকেয়ার জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

শেষ পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিপ্রা মণ্ডল, মহিলা ফোরামের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. মনীষা চক্রবর্ত্তী, ঢাকা নগর শাখার সাধারণ সম্পাদক রুখশানা আফরোজ আশা, অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট দিলরুবা নূরী।

কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেন, বেগম রোকেয়া ছিলেন একজন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মানুষ। তিনি কেবল নারী জাগরণের অগ্রদূতই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন শিক্ষাব্রতী ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা অকুতোভয় মহিয়সী নারী। যিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন নারীশিক্ষা প্রসার-সাহিত্য সাধনা, সমাজসংস্কার, এবং মানবমুক্তির জন্য। এক কথায় বেগম রোকেয়া ছিলেন রেঁনেসা আন্দোলনেরও অন্যতম পথিকৃৎ। নারীশিক্ষায় তিনি ছিলেন অগ্রদূত। তিনি দুই যুগ ধরে প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মধ্যে কলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষার্থীদের জন্য আধুনিক শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। বিরূপ সমালোচনা ও সামাজিক নানা প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে তিনি এই প্রতিষ্ঠানটিকে মেয়েদের শিক্ষালাভের অন্যতম পীঠস্থানে পরিণত করেন। তিনি লিখেছেন 'মেয়েদের এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে তারা ভবিষ্যৎ জীবনে আদর্শ গৃহিণী, আদর্শ জননী ও আদর্শ নারী হিসাবে পরিচিত হইতে পারেন'। তিনি নারী-পুরুষের সমতার প্রশ্নে বলেছেন, 'আমরা সমাজের অর্ধাঙ্গ, আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কী রূপে? কোনো ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে'। রোকেয়া এমন এক সময়ে নারীর স্বাধীনতার দাবি তুলেছিলেন, যখন ভারতবর্ষ ছিল পরাধীন, নারীরা শিক্ষা-জ্ঞানের আলো থেকে চরমভাবে বঞ্চিত, সমাজে অবিচার ও অবহেলা শিকার। পর্দাপ্রথার নামে নারীদের গৃহে বন্দি করে রাখা হতো; তিনি ধর্মীয় উগ্রতা ও বিদ্বেষের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। তিনি ধর্মজীবীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, এরা সমাজে যে উগ্রতা ছড়াচ্ছে তাতে ধর্ম রক্ষা হয় না বরং সমাজ কলুষিত হয়। মানুষের মধ্যে গণতান্ত্রিক বোধ জাগে না, অপরের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তাঁর লড়াই সমাজের পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোকে ভাঙার জন্য এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। তিনি তার ছাত্রীদের ভাষাশিক্ষার পাশাপাশি ঘরোয়া ও পেশাগত দক্ষতা উন্নত করার জন্য সেলাই, রান্না, স্বাস্থ্যসেবা-সংগীত এবং শারীরিক শিক্ষা পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তিনি নারীদের শুধু জ্ঞানার্জনের জন্য নয়, বরং সামগ্রিক মুক্তির স্বপ্ন দেখতেন।

কমরেড ফিরোজ বলেন, বেগম রোকেয়া নারীদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন। পর্দাপ্রথা, বহুবিবাহ, এবং বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার ছিলেন। তিনি নারীদের সংগঠিত করার জন্য আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার করে দরিদ্র-অসহায়, বিধবা এবং অবহেলিত নারীদের সাহায্য করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করেন। নারীদের নিজের পায়ে দাঁড়ানো এবং আত্মনির্ভরশীল স্বাধীন মানুষ হওয়ার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তিনি যুক্তি তুলে ধরেন নারীর মুক্তি না আসলে পুরুষেরও মুক্তি আসবে না, মানবজাতির মুক্তিও আসবে না।

তিনি আরও বলেন, বেগম রোকেয়ার জীবন ছিল সংগ্রাম, স্বপ্ন এবং সাফল্যের এক বিরল দৃষ্টান্ত। শিক্ষা, সাহিত্য এবং সমাজসংস্কারে তাঁর অবদান শুধু বাংলার নয়, পুরো বিশ্বের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস ও আলোকবর্তিকা। কমরেড ফিরোজ বেগম রোকেয়া রচিত সাহিত্য আলোচনায় বলেন—*সুলতানার স্বপ্ন* ছিল এক বৈপ্লবিক কল্পকাহিনি, যেখানে তিনি নারীশাসিত এক আদর্শ সমাজের চিত্র আঁকেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নত ব্যবহার এবং পুরুষশাসিত সমাজের অসংগতি, ত্রুটি তুলে ধরেন। *মতিচুর* রচনায় সমাজের কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, কূপমণ্ডূকতা এবং নারী অবদমনের বিরুদ্ধে তাঁর তীক্ষ্ণ সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। *অবরোধবাসিনী* এটি একটি প্রামাণ্য রচনা, যেখানে অবরোধের অমানবিকতা এবং নারীদের উপর সমাজের নিপীড়ন তুলে ধরা হয়েছে। *পদ্মরাগ*-এ যেখানে তিনি নারীদের স্বনির্ভরতা ও আত্মমর্যাদার গুরুত্বের কথা তুলে ধরেছেন।

তিনি বলেন, বেগম রোকেয়া সমাজের পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে নারীদের জন্য একটি সম্মানজনক সমাজ তৈরি করতে চেয়েছিলেন এবং তার জন্য মননকাঠামো গড়ে তোলার কাজ করেছেন। স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরেও আমাদের সমাজ নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বজায় রেখেছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা নারীদের শুধু শোষণের শিকার করছে না, বরং এই শোষণকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন ছিল এমন একটি সমাজ, যেখানে নারী ও পুরুষ উভয়েই সম্মানের সাথে বাঁচতে পারে। পুঁজিবাদী ও পুরুষতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমে বেগম রোকেয়ার এই স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব।

প্রকৌশলী শম্পা বসু বলেন, বেগম রোকেয়ার সময় নারীর লেখাপড়া ছিল নিষিদ্ধ। সমাজের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে তিনি নারীশিক্ষার বিস্তার ঘটান। তাঁর সংগ্রামের মূল কথা ছিল, শিক্ষার মাধ্যমে নারীর মনোভাবের পরিবর্তন এবং নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

অধ্যাপক জোবাইদা নাসরীন বলেন, বেগম রোকেয়ার আদর্শ আমাদের প্রতিদিনের জীবনে অনুপ্রেরণা হয়ে আছে। তিনি কুসংস্কার এবং ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন, তা এখনও চলমান। পুঁজিবাদ বেগম রোকেয়ার চিন্তার শক্তিকে ভয় পায় তাই তার নামে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করতে চায়, তার প্রতিকৃতিতে কালি লেপন করে।

শিপ্রা মণ্ডল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দ্বৈত শোষণের কথা তুলে ধরে বলেন, সমাজে নারীরা আজও ঘরে-বাইরে নিপীড়নের শিকার। নারীদের মুক্তি নিশ্চিত করতে সমাজের প্রথাগত কাঠামোকে ভেঙে নতুন সমাজ গড়তে হবে।

ডা. মনীষা বলেন, বেগম রোকেয়া শুধু নারীমুক্তির প্রতীক নন, তিনি পুরো সমাজের পরিবর্তনের জন্য এক জাগ্রত চেতনা। তাঁর সাহিত্যকর্মে নারী-পুরুষ বৈষম্য এবং সমাজের আর্থসামাজিক অসাম্য স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

আলোচকবৃন্দ আরও বলেন, বেগম রোকেয়ার সংগ্রাম এক নতুন সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্ন। তাঁর সময়ে সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার, অশিক্ষা এবং পুরুষতান্ত্রিকতার শিকল ছিন্ন করে তিনি নারীদের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন। আজকের সমাজেও নারীরা পারিবারিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার। বেগম রোকেয়া আমাদের দেখিয়েছেন, কেবলমাত্র শিক্ষার মাধ্যমে নয়, বরং সাহস, দৃঢ়তা এবং সমাজ পরিবর্তনের ইচ্ছাশক্তি ও সংগ্রামের মাধ্যমেই এই বৈষম্য দূর করা সম্ভব। তাঁর জীবন আমাদের শেখায়, ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উভয় স্তরেই পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। শোষণমুক্ত একটি সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তোলার জন্য বেগম রোকেয়ার জীবন ও কর্ম চিরকালীন অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড

- বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র
- এপ্রিল ২০২৫
- ২৩/২ তোপখানা রোড (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১০০০। ফোন : ০২ ৪১০৫৩৬৪৪
- Website : www.spb.org.bd

কাজ দিতে না পারলে জীবিকা কেড়ে নেবেন কেন?

রিকশা, ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ

ব্যাটারিচালিত যানবাহনের নিবন্ধন, আধুনিকায়ন ও রুট পারমিটের ব্যবস্থা কর

৬০ লাখ চালক ও তাদের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্ভরশীল প্রায় ৩ কোটি মানুষের জীবন-জীবিকা রক্ষায় ব্যাটারি রিকশা ও ইজিবাইক এর নীতিমালা চূড়ান্ত ও কার্যকর করে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান করুন। রিকশা, ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদে গোল টেবিল আলোচনায় বক্তাদের অভিমত।

আদালতকে ব্যবহার করে শ্রমিকের জীবিকা কেড়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে। লাখ লাখ শ্রমিককে বেকার করে দেওয়ার পরিণতি কখনই ভালো হবে না। ব্যাটারি রিকশা ও ইজিবাইকসহ ব্যাটারিচালিত যানবাহনের জন্য প্রণীত থ্রি-হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযান সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা–২০২৪ দ্রুত সমস্ত অংশীজনের সাথে আলোচনা করে চূড়ান্ত করার আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ। নেতৃবৃন্দ নীতিমালা

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাথে মতবিনিময় সভায় বাসদের বক্তব্য

১৫ ফেব্রুয়ারি '২৫ গণতন্ত্র-নির্বাচন, সংবিধান, সুশাসন ইত্যাদি বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত সংস্কার কমিশনের সুপারিশ নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাথে ফ্যাসিবাদ বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের এক মতবিনিময় সভা ২২ বেইলি রোডস্থ ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, উপদেষ্টা কমরেড খালেকুজ্জামান, সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন অংশগ্রহণ করেন। মতবিনিময় সভার সভাপতি প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুসের সূচনা বক্তব্যের পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। বাসদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ। পেশকৃত লিখিত বক্তব্য নিম্নরূপ :

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা,

উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্যবৃন্দ, ঐকমত্য কমিশনের সদস্যবৃন্দ, ফ্যাসিবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দ, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

সংবিধান-নির্বাচন, সুশাসন-গণতন্ত্র নিশ্চিত করতে সংস্কার কমিশনসমূহের প্রস্তাব নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দলসমূহের আলোচনা অনুষ্ঠানে আমাদের দলকে আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ জানাই। বিগত ১৫ বছরের ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে নানা স্তরে এবং নানা পর্যায়ের আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় সংঘটিত হয়েছে '২৪ সালের ৫ আগস্টের গণ অভ্যুত্থান। তীব্র রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদী সরকারকে উচ্ছেদ করার মাধ্যমে মানুষ শুধু বিজয়ী হয়েছে তাই নয়, তাদের দাবির ন্যায্যতাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে শুধু রাজনৈতিক দলসমূহ নয় সমাজের সকল স্তরের মানুষের বিপুল প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে অভ্যুত্থান পরবর্তী অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কাছে। গণমানুষের প্রত্যাশার চাপ বিপুল। সরকারের সামনে চ্যালেঞ্জও অনেক। দেশে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে মানুষের ভোটাধিকার ও নিয়মতান্ত্রিক ক্ষমতা হস্তান্তরের পথ সুগম হবে এই আকাঙ্ক্ষা মানুষের দীর্ঘদিনের। এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে হলে সুষ্ঠু, অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন যেমন দরকার তেমনি দরকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপযোগী আইন, শাসন-প্রশাসন, পুলিশ ব্যবস্থা। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা মনে করি জনমতের সঠিক প্রতিফলন, জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা রাখার মত নির্বাচন ব্যবস্থা তৈরি করতে হলে প্রয়োজন নির্বাচনের উপর সরকারের হস্তক্ষেপ, নিয়ন্ত্রণ বন্ধ করা, টাকা-পেশি শক্তির প্রভাব মুক্ত করা এবং

এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

নারী নির্যাতন রুখে দাঁড়াও

আছিয়াসহ সকল গুম-খুন, ধর্ষণ ও নিপীড়নের বিচার দাবি

ব্যর্থ স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার অপসারণ দাবি

আছিয়াসহ আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে সংঘটিত সাগর-রুনি, তনু, আফসানা, মুনিয়া, নুসরাতসহ সকল গুম-খুন, ধর্ষণ ও নিপীড়নসহ জুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ডের বিচার, আহতদের সুচিকিৎসা এবং শহিদ পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা; এছাড়া অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে ঘটে যাওয়া মব সন্ত্রাস, ধর্মীয় স্থান, মাজার-মন্দির, মাজার-আখড়ায় হামলা, আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফ ও যৌথবাহিনীর হাতে শ্রমিক ও রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে ১৫ মার্চ কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ- বিসিএল, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, চারণ সাংস্কৃতিক সংসদ, কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম, বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতি, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র (টিইউসি), পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

বেগম রোকেয়ার জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

৯ ডিসেম্বর ছিল নারীজাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার ১৪৪তম জন্ম এবং ৯০তম মৃত্যুবার্ষিকী। বেগম রোকেয়ার স্মরণে সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের উদ্যোগে ১৩ ডিসেম্বর '২৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির স্বোপার্জিত স্বাধীনতা চত্বরে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

নেতৃবৃন্দ বলেন, তাঁর জীবন ও কর্ম ছিল এক দীপ্তোজ্জ্বল শিখার মতো, যা যুগের অন্ধকারে আলোর পথ দেখিয়েছে। তিনি ছিলেন এক অসাধারণ চিন্তাবিদ, যাঁর স্বপ্ন ছিল নারীমুক্তি ও নারী-পুরুষের সমতার ভিত্তিতে একটি শোষণমুক্ত মানবিক সমাজ গঠন। সমাজের প্রচলিত কুসংস্কার, অশিক্ষা এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম আজও প্রাসঙ্গিক। বেগম রোকেয়ার আদর্শ, স্বপ্ন এবং সংগ্রামকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা খুবই প্রয়োজন। আলোচনা সভার পর একটি মিছিল অনুষ্ঠিত হয়, যা বেগম রোকেয়ার সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং তাঁর চেতনাকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার অঙ্গীকারের প্রত্যয়।

সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি প্রকৌশলী শম্পা বসুর সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক জোবাইদা নাসরীন কণা, ড্যাফোডিল

এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

সম্পাদক : রাজেকুজ্জামান রতন। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে প্রকাশক : বজলুর রশীদ ফিরোজ কর্তৃক ২৩/২ তোপখানা রোড (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
সোনালী প্রিন্টিং প্রেস, ১৬৭ ইনার সার্কুলার রোড (ইডেন কমপ্লেক্স), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ০২ ৪১০৫৩৬৪৪, ফ্যাক্স : ০২ ৪১০৫৩৬৪৪; E-mail : monthly.vanguard81@gmail.com